POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

আল্লাহ্‌র বাণী

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ○ ﴿سُوْرَةُ الْحَجِّ:38﴾

অনুবাদ: । উহাদের মাংস ও উহাদের রক্ত কখনও আল্লাহ্‌র নিকট পোঁছে না,বরং তাঁহার নিকট তোমাদের তরফ হইতে তাকওয়া পোঁছে। এইভাবে তিনি উহাদিগকে তোমাদে সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, যেহেতু তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। এবং তুমি সৎকর্মশীলদিগকে সুসংবাদ দাও।

(সূরা হজ্জ, আয়াত: ৩৮)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

আহমদীয়া সংবাদ

খণ্ড 11

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 22

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বাৎসরিক চাঁদা ৬০০ টাকা

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 28 May 2026 10 জুল হজ্জা 1447 A.H

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

ঈদুল আজহার ফজিলত ও কুরবানীর গুরুত্ব

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনাবাসী বছরে দুই দিন আনন্দ উদযাপন করত। তখন তিনি (সা.) বললেন: "আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য ঐ দুই দিনের পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম দুই দিন নির্ধারণ করেছেন: ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা।"

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতিল ঈদাইন, হাদিস: ১১৩৪)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "ইয়াওমুন নাহর (ঈদুল আযহার দিন) ইবনে আদমের কোনো আমল আল্লাহ তাআলার নিকট রক্ত প্রবাহিত করা (অর্থাৎ কুরবানি করা)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় নয়।"

(সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল আযহিয়া, হাদিস: ১৪৯৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৩১২৬)

হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রা.) বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! এই কুরবানি কী?" তিনি (সা.) বললেন: "এটি তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নত।" সাহাবাগণ (রা.) করলেন: "এতে আমাদের জন্য কী প্রতিদান রয়েছে?" তিনি (সা.) বললেন: "প্রত্যেক পশমের বিনিময়ে একটি নেকি।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আযাহি, হাদিস: ৩১২৭)

মনে রাখবেন!

হযরত আমীরুল মুমিনীন আইদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আযীযের জুমার খুতবা ১ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিকাল ৫:৩০ মিনিটে সম্প্রচারিত হবে।

জামাতের সদস্যগণএ অনুযায়ী হুযূর আনওয়ারের জুমার খুতবা নিজেরাও শুনুন এবং অন্যদেরকেও শোনানোর ব্যবস্থা করুন।

(সম্পাদকীয় বিভাগ)

কুরবানীর প্রকৃত অর্থ এবং তাকওয়ার চেতনা

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)বলেন:

"আল্লাহ তাআলা ইসলামী শরীয়তে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিধানের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন মানুষকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সে যেন তার সমস্ত শক্তি এবং সমগ্র সত্তাসহ আল্লাহ তাআলার পথে কুরবান হয়ে যায়। তাই বাহ্যিক কুরবানিগুলোকে সেই অবস্থার একটি প্রতীক হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য এই কুরবানিই। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ (সূরা আল-হজ্জ: ৩৮) অর্থাৎ তোমাদের কুরবানির গোশত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এবং এর রক্তও পৌঁছে না। বরং তাঁকে এতটাই ভয় করো যেন তোমরা তাঁর পথে মৃত্যুবরণ করতেই প্রস্তুত হয়ে গেছ। আর যেমন তোমরা নিজেদের হাতে কুরবানি জবাই করো, তেমনি তোমরাও আল্লাহর পথে জবাইকৃত হয়ে যাও। যখন কোনো তাকওয়া এই স্তর থেকে কম হয়, তখন তা অপূর্ণ থাকে।"

(চশমা-এ-মা'রিফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৯৯)

কুরবানী প্রকৃত তাৎপর্য ও তাকওয়ার বার্তা

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ

"তাদের গোশত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এবং তাদের রক্তও নয়; বরং তোমাদের তাকওয়াই তাঁর কাছে পোঁছে। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো, যিনি তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন। আর সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দাও।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন:

"মনে রেখো, কুরবানির মধ্যে এই হিকমত নেই যে, এর গোশত বা রক্ত আল্লাহ তাআলার কাছে পোঁছে। বরং এর মধ্যে হিকমত এই যে, এর দ্বারা তাকওয়া সৃষ্টি হয়, আর সেই তাকওয়াই আল্লাহ তাআলার নিকট প্রিয়। কিছু লোক আপত্তি করে বলে যে, নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কি হিন্দুদের দেবদেবীর মতো রক্তের পিপাসু এবং গোশতের ক্ষুধার্ত যে, তিনি পশু কুরবানি করার আদেশ দেন, তাদের প্রাণের কুরবানিকে আগ্রহভরে গ্রহণ করেন এবং কুরবানি প্রদানকারীদের জান্নাতের সুসংবাদ দেন? আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে এর জবাব দিয়েছেন যে, কুরবানির মধ্যে এই হিকমত নেই যে, এর গোশত বা রক্ত আল্লাহ তাআলার কাছে পোঁছে। বরং এর হিকমত এই যে, এর দ্বারা মানুষের অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি হয়, আর সেই তাকওয়াই আল্লাহ তাআলার প্রিয়।

সুতরাং যারা ছাগল, উট বা গরু কুরবানি করে এই মনে করে যে, তারা আল্লাহ তাআলাকে পেয়ে গেছে, তারা ভুল করে। আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বলেন যে, এটা কোনো বিষয়ই নয় যে, নিজে পশু জবাই করলে আর নিজেই তা খেয়ে নিলে। এতে আল্লাহ তাআলার কী আসে যায়? বরং এটি একটি বাস্তবতার প্রতীকী ভাষায় প্রকাশ, যার মধ্যে গভীর হিকমত নিহিত রয়েছে।

যেমন চিত্রকররা সবসময় ছবি আঁকে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য কেবল ছবি আঁকা নয়; বরং সেই ছবির মাধ্যমে তারা জাতির সামনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করতে চায়। সুতরাং কখনো তারা শৃঙ্খলের ছবি আঁকে, যার দ্বারা জাতীয় ঐক্য বোঝানো হয়, আবার কখনো উদীয়মান সূর্যের দৃশ্য প্রদর্শন করে, যার অর্থ জাতীয় উন্নতি। একইভাবে এই বাহ্যিক কুরবানিও একটি প্রতীকী ভাষা, যার অর্থ হলো-যে ব্যক্তি পশু জবাই করছে, সে নিজের নফসের কুরবানিও দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

অতএব, যে ব্যক্তি কুরবানি করে, সে যেন এই ঘোষণা দেয় যে, আমি আল্লাহ তাআলার পথে সবকিছু কুরবান করে দেব। এরপর দ্বিতীয় ধাপ হলো, মানুষ প্রতীকী ভাষায় যা স্বীকার করেছে, তা বাস্তব কাজের মাধ্যমেও পূর্ণ করে দেখাবে। কারণ নিছক অনুকরণ, যার সঙ্গে বাস্তবতা নেই, কোনো সম্মানের কারণ হতে পারে না। একইভাবে যে ব্যক্তি ছাগলের কুরবানির সঙ্গে নিজের নফসের কুরবানিও করে, সে সম্মানিত লোকদের দৃষ্টিতে সম্মানের যোগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল ছাগলের কুরবানিতেই সন্তুষ্ট থাকে, সে একজন নকলকারী ও ভাঁড়, আর তাই সে কোনো সম্মানের যোগ্য নয়।

আর যদি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা যায়, তাহলে বোঝা যাবে যে, যারা প্রতিদিন পশু জবাই করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে-অর্থাৎ কসাইদের ছাড়া-অন্য লোকদের মন পশু জবাই হতে দেখে গভীরভাবে প্রভাবিত হয় এবং তাদের চিন্তায় এক প্রবল আবেগ ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়।"

(তাফসীরে কবীর, খণ্ড ৬, কাদিয়ান প্রকাশিত ২০১০, পৃষ্ঠা ৫৭)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ এবং ঈদুল আযহার কুরবানী

ইসলামের স্তম্ভসমূহের মধ্যে চতুর্থ স্তম্ভ হলো হজ্জ। হজ্জের ফরয হওয়া এবং এর বিধিবিধানের বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআনে এসেছে। আর হযরত রাসূলে করীম (সা.) নিজে হজ্জ আদায় করে এর বিধিবিধান পালনের সুন্নতও উম্মতের জন্য চালু করে দিয়েছেন। সূরা আলে ইমরানের ৯৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর মানুষের উপর আল্লাহর জন্য এ ঘরের হজ্জ করা ফরয, যে সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে।"

সূরা আল-হজ্জের ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: "এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা দাও। তারা তোমার কাছে পদব্রজে আসবে এবং প্রত্যেক দূর-দূরান্ত থেকে আসা ক্লান্ত ও ক্ষীণকায় বাহনে চড়েও আসবে।"

হজ্জের বিধিবিধান উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা সূরা আল-বাকারার ১৫৯ নম্বর আয়াতে বলেছেন: "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ করে বা উমরা আদায় করে, তার জন্য কোনো গুনাহ নেই যে সে এ দুটিরও তাওয়াফ করবে।" সূরা আল-বাকারার ১৯৬ থেকে ২০১ নম্বর আয়াতে হজ্জের বিধিবিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হজ্জের হিকমত ও দর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"একজন সাধকের সর্বশেষ স্তর এই যে, সে আত্মসত্তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর প্রেম ও ঐশী ভালোবাসায় নিমজ্জিত হয়ে যাবে। প্রকৃত প্রেমিক ও মহব্বতকারী নিজের জীবন ও হৃদয় উৎসর্গ করে দেয়। আর বাইতুল্লাহর তাওয়াফ সেই কুরবানির একটি বাহ্যিক নিদর্শন। যেমন পৃথিবীতে একটি বাইতুল্লাহ রয়েছে, তেমনই আকাশেও একটি রয়েছে। যতক্ষণ না মানুষ সেই বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে, ততক্ষণ এই বাইতুল্লাহর তাওয়াফও পূর্ণ হয় না। যে ব্যক্তি এর তাওয়াফ করে, সে সমস্ত কাপড় খুলে কেবল একটি কাপড় শরীরে রাখে; কিন্তু যে ব্যক্তি সেই আসমানী বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে, সে সম্পূর্ণরূপে পোশাক ত্যাগ করে আল্লাহর জন্য উলঙ্গ হয়ে যায়। তাওয়াফ আল্লাহর প্রেমিকদের একটি নিদর্শন। প্রেমিকরা তাঁর চারপাশে ঘুরতে থাকে, যেন তাদের নিজেদের কোনো ইচ্ছাই আর অবশিষ্ট নেই। তারা তাঁর চারপাশে নিজেদের উৎসর্গ করে দিচ্ছে।"

(আল-বদর, ১০ জানুয়ারি ১৯০৭, পৃষ্ঠা ১৫)

হজ্জের জন্য আর্থিক সামর্থ্য, সুস্বাস্থ্য এবং পথের নিরাপত্তা থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ এটি একটি শর্তসাপেক্ষ ফরয। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: "যে ব্যক্তি অর্থাভাব, পথের অনিরাপত্তা, দুর্বলতা বা অসুস্থতার কারণে হজ্জ করতে পারে না, কিন্তু নিয়ত রাখে যে বাধা দূর হলে হজ্জ করবে, সে এমনই যেন হজ্জ করে ফেলেছে।"(আল-ফযল, ৪ মে ১৯২২)

হযরত মুসলে মওউদ (আ.) আরও বলেন: "চতুর্থ বিধান হলো হজ্জ। যদি ভ্রমণের জন্য অর্থ থাকে, পথে কোনো বিপদ না থাকে এবং পরিবার-পরিজনের দেখাশোনা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে জীবনে একবার হজ্জ করার নির্দেশ রয়েছে।"(আল-আযহার লিযাওয়াতিল খিমার, পৃষ্ঠা ২৪)

তিনি আরও বলেন: "যদি আল্লাহ তাআলা কাউকে তৌফিক দেন, তাহলে তার হজ্জ করা উচিত। এর জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে; যেমন অর্থ থাকতে হবে, পথ নিরাপদ হতে হবে এবং যদি নারী হয়, তাহলে তার সঙ্গে তার স্বামী, ছেলে, ভাতিজা বা অন্য কোনো মাহরাম আত্মীয় থাকা আবশ্যক।"

(আল-আযহার লিযাওয়াতিল খিমার, পৃষ্ঠা ৪৭)

৬ হিজরিতে হযরত রাসূলে করীম (সা.) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে হজ্জ ও উমরা করতে বাধা দেওয়া হয়। ফলে তিনি হজ্জ ও উমরা আদায় করেননি; বরং সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তিনি যে কুরবানির পশুগুলো সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলো জবাই করে দেন এবং তাঁর সুন্নত অনুসরণ করে সাহাবীরাও নিজেদের পশু কুরবানি করেন। তিনি যখন হজ্জ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হলেন, তখন জোরাজুরি না করে শান্তির পথ গ্রহণ করলেন। তাঁর এই কর্ম পরবর্তীকালে মহা বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল।

ঈদুল আযহা বা কুরবানির ঈদ

১০ জিলহজ্জ ঈদুল আযহা উদযাপন করা হয়। একে কুরবানির ঈদও বলা হয় এবং ভারতীয় উপমহাদেশে একে বড় ঈদ বলা হয়। এই ঈদ কুরবানির চেতনাকে জাগ্রত করে এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মহান কুরবানির স্মৃতিতে উদযাপিত হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে তিনি তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করছেন। এরপর যখন তিনি বাহ্যিকভাবে সেই স্বপ্ন পূরণ করতে এগোলেন, তখন তিনি তাঁর অনুগত পুত্রকেও এ জন্য প্রস্তুত পেলেন। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন যে, তুমি তো ইতোমধ্যেই তোমার স্বপ্ন পূর্ণ করেছ।

ঈদুল আযহার দিন হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর রীতি ছিল যে, তিনি ঈদের নামাজের আগে কিছু খেতেন না। অথচ ঈদুল ফিতরের দিন তিনি কিছু খেয়ে ঈদের জন্য বের হতেন। ঈদুল আযহার দিন কুরবানির পশু জবাই হওয়ার পর তার গোশত খেতেন। তাঁর আরেকটি নিয়ম ছিল যে, তিনি ঈদগাহে পশু জবাই করতেন। তিনি (সা.) দুটি পশু জবাই করতেন- একটি নিজের পক্ষ থেকে এবং একটি তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: "হৃদয়ের পবিত্রতাই প্রকৃত কুরবানি। গোশত ও রক্ত প্রকৃত কুরবানি নয়। যেখানে সাধারণ মানুষ পশু কুরবানি করে, সেখানে বিশেষ মানুষ নিজেদের হৃদয় জবাই করে। কিন্তু আল্লাহ এই কুরবানিগুলোও বন্ধ করেননি, যাতে বোঝা যায় যে এসব কুরবানিরও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে।" (বারাহীন-এ-আহমদিয়া, পঞ্চম অংশ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ৪২৪)

হযরত মুসলে মওউদ (আ.) ঈদুল আযহার দিনে নফল রোযা সম্পর্কে বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই আমল প্রমাণিত যে, তিনি সুস্থ অবস্থায় কুরবানি করতেন এবং তারপর আহার করতেন। তবে এটি এমন কোনো রোযা নয় যে না রাখলে মানুষ গুনাহগার হয়ে যাবে। এটি ফরয নয়; বরং নফল ও মুস্তাহাব রোযা। যে রাখতে পারে, সে রাখবে; কিন্তু যে অসুস্থ, বৃদ্ধ বা অন্য কোনো কারণে রাখতে অক্ষম, সে এর জন্য দায়বদ্ধ নয় এবং না রাখলে গুনাহগারও হবে না। আমি সুস্থ অবস্থায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে এর ওপর আমল করতে দেখেছি।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬৩)

কুরবানির পশুর জন্য শর্ত হলো তা নির্দোষ হতে হবে। খোঁড়া, অসুস্থ, কানকাটা বা সম্পূর্ণ ভাঙা শিংযুক্ত পশু হওয়া চলবে না। এছাড়া পশুটি সুস্থ-সবল হতে হবে। কুরবানির সময় ঈদের নামাজের পর শুরু হয় এবং তিন দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। কুরবানির গোশত নিজেও ব্যবহার করা যায়, আবার আত্মীয়স্বজন ও গরিবদেরও দেওয়া উচিত।

হযরত মুসলে মওউদ (আ.) বলেন: "কুরবানির গোশত সম্পর্কে এই নির্দেশ রয়েছে যে, এটি সদকা নয়। নিজে খাওয়া উচিত, বন্ধুদের দেওয়া উচিত এবং চাইলে শুকিয়েও রাখা যেতে পারে। ধনীরা গরিবদের দেবে, গরিবরা ধনীদের দেবে। এতে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শুধু ধনীদের দেওয়া ইসলামের সম্পর্ক ছিন্ন করার শামিল, আর শুধু গরিবদের দেওয়া এবং ধনীদের না দেওয়া ইসলামে সঠিক নয়। ধনীদের গরিবদের এবং গরিবদের ধনীদের দেওয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং ধর্মের উদ্দেশ্য-যা ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়া-তা পূর্ণ হয়।" (আল-ফযল, ১৭ আগস্ট ১৯২২)

অন্যের পক্ষ থেকে কি কুরবানি করা যেতে পারে? এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন:

"অনেক মানুষ গরিব হয়। তাই এই বিষয়টি সামনে রেখে যে কেউ যেন কুরবানি থেকে বঞ্চিত না থাকে, হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর রীতি ছিল যে, তিনি উম্মতের গরিবদের পক্ষ থেকে একটি কুরবানি করতেন। এই পদ্ধতি অনুসারে আমারও রীতি হলো, আমি আমার জামা'আতের গরিবদের পক্ষ থেকে একটি কুরবানি করে থাকি।" (আল-ফযল, ১৭ আগস্ট ১৯২২)

কুরবানির গোশত বণ্টনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গরিব ও দুর্বল মানুষদের খুঁজে বের করে তাদের দেওয়া উচিত, যাতে আল্লাহর কৃপা দৃষ্টি আমাদের ওপর পড়ে। এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে রহিমাহুল্লাহ বলেন:

"আমি আপনাদের সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আপনারা নিজেদের কুরবানিতে অবশ্যই আপনাদের গরিব, দুর্বল ও অসহায় ভাইদের স্মরণ রাখবেন। নিশ্চয়ই নিজেদের ও আত্মীয়স্বজনের জন্য এক-তৃতীয়াংশ অংশ রাখুন এবং ব্যয় করুন। কিন্তু কিছু অংশ জামা'আতের নিকট দিন, যাতে তারা তা গরিব ও অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করতে পারে। আর কিছু অংশ নিজেরা এমন গরিবদের মধ্যে বিতরণ করুন-তারা আপনার আত্মীয় হোক বা না হোক-যাদের ওপর আপনাদের দৃষ্টি পড়ে। যদি আপনাদের দৃষ্টি গরিবদের খুঁজে বের করার জন্য পড়ে, তাদের দুর্বলতা দূর করার উদ্দেশ্যে পড়ে, অর্থাৎ তাদের আর্থিক দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব দূর করার জন্য পড়ে, তাহলে আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে আল্লাহর দৃষ্টি আপনাদের ওপর পড়বে এবং আল্লাহ আপনাদের দুর্বলতাও দূর করে দেবেন। সুতরাং এটি এক মহা ব্যবসা। গরিবদের খুঁজে বের করা এবং তাদের কাছে পৌঁছানো এই বিষয়টির আহ্বান জানায় যে, আল্লাহ আপনাদের খুঁজে নেবেন এবং আপনাদের কাছে পৌঁছাবেন। আর তা অবশ্যই হবে।"

(খুতবাতে তাহির, ঈদাইন, পৃষ্ঠা ৬৪২)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

****

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

জুমআর খুতবা

পৃথিবীর সকল জাতি তাওহীদ, একনিষ্ঠতা ও সত্য প্রীতির সরল পথ,পরিত্যাগ করেছিল এবং এটিও প্রত্যেকের জানা যে বর্তমান নৈরাজ্যের চিকিৎসক ও জগতকে শিরক ও সৃষ্টিপূজার অমানিশা থেকে বের করে তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিতকারী কেবল হযরত মুহাম্মদ (সা.)ই, অন্য কেউ নয়। অতএব, এই ভূমিকার মাধ্যমে সহজাত ফলাফল যা দাঁড়ায় তাহলো, মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সত্য পথ-প্রদর্শক। "

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এমন সার্বজনীন ভ্রষ্টতার সময়ে প্রেরিত হওয়া যখন সমসাময়িক যু গেবিরাজমান অবস্থা এক মহান চিকিৎসক ও সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল এবং ঐশী হেদায়েতের যারপরনাই প্রয়োজন ছিল এবং তখন তিনি আবির্ভূত হয়ে বিশ্বকে তাওহীদ ও সৎকর্ম দ্বারা আলোকিত করা এবং শিরক ও সৃষ্টিপূজা নির্মূল করা , যা সকল অনিষ্টের মূল, তা একথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ তা'লার সত্য রসূল এবং সকল রসূলদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

অনুরূপভাবে আরও হাজার হাজার এমন ঘটনা রয়েছে যা দ্বারা মহানবী (সা.)-এর ঐশী সাহায্যপুষ্ট হওয়া প্রমাণিত হয়। যেমন- এটি কি বিস্ময়কর ঘটনা নয় যে, একজন অর্থহীন, শক্তিহীন, অসহায়, নিরক্ষর, এতিম, নিঃসঙ্গ ও দরিদ্র মানুষ এমন এক যুগে- যখন প্রত্যেক জাতির পূর্ণ আর্থিক, সামরিক ও জ্ঞানগত শক্তি ছিল- এমন জ্যোতির্ময় শিক্ষা নিয়ে এসেছেন যে, আপন অকাট্য প্রমাণাদি এবং সুস্পষ্ট যুক্তি দ্বারা সবার মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন? আর বড় বড় ব্যক্তিবর্গকে যারা জ্ঞানী সেজে বসে ছিল এবং দার্শনিক আখ্যায়িত হতো, তাদের স্পষ্ট ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়েছেন। আর নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও এমন শক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, বাদশাহদের সিংহাসন থেকে ভূপাতিত করেছেন এবং সেস ব সিংহাসনে দরিদ্রদের বসিয়েছেন। এটি যদি ঐশী সাহায্য না হয়ে থাকে তবে আর কী ছিল? বুদ্ধি, জ্ঞান এবং শক্তিতে সমগ্র বিশ্বের ওপর বিজয়ী হওয়া কি ঐশী সাহায্য ব্যতীত সম্ভব হতে পারে?"

আমরা সত্য সত্যই বলছি যে, নবীকুলের জীবনের ঘটনাবলীতে এমন সব ভয়াবহ বিপদাপদের মুখে খোদার ওপর এরূপ ভরসা করে প্রকাশ্য শিরক ও সৃষ্টিপূজা থেকে বারণকারী আর এতো শত্রুর উপস্থিতি সত্ত্বেও এমন দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচলতা প্রদর্শনকারী একজনও দেখা যায় না ।

নবীদের ইতিহাসেও দেখুন, এতটা দৃঢ়পদ থাকার দৃষ্টান্ত কোথাও প্রমাণিত নয়।

"স্মরণ রাখতে হবে, প্রকৃত তওহীদ যার স্বীকারোক্তি খোদা তা'লা আমাদের কাছে চান এবং যার স্বীকৃতির মাঝেই মুক্তি নিহিত তা হলো খোদা তা'লাকে সত্তাগত দিক থেকে সকল ধরনের শিরক থেকে পবিত্র মনে করা তা মূর্তিই হোক, মানুষই হোক, সূর্য হোক বা চন্দ্রই হোক, অথবা নিজের নফস অথবা নিজের কৌশল ও প্রতারণাই হোক না কেন। তাঁর বিপরীতে কাউকে সর্বশক্তিমান, রিযিকদাতা, সম্মানদাতা বা লাঞ্ছিতকারী জ্ঞান না করা। কাউকে সাহায্যকারী আখ্যা না দেয়া। দ্বিতীয়ত, নিজের ভালোবাসা শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা, নিজের ইবাদাত শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা, নিজের বিনয়কে শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা, নিজের আশা-ভরসা শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা, নিজের ভয় শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৩ এপ্রিল , ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (৩ আমান, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

"চিন্তা করা উচিত যে, কত অসাধারণ অবিচলতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে হযরত রাসূলে করীম ? তাঁর নবুওয়তের দাবির ওপর প্রথম থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অটল ও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যদিও হাজারো বিপদ সৃষ্টি হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ বিরোধী, প্রতিপক্ষ, বাধাদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বছরের পর বছর তিনি এমন সব কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করেছেন, যা যে কাউকে সাফল্যের আশা থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে দিতে পারত। আর এই দুঃখ-কষ্ট প্রতিদিনই বাড়তেই থেকেছে-এমন সব দুঃখ, যেগুলোর ওপর ধৈর্য ধারণ করলে কোনো পার্থিব উদ্দেশ্য লাভের কল্পনাও করা যেত না। বরং নবুওয়তের দাবি করার কারণে তিনি নিজ হাতে তাঁর পূর্ববতী দলকেও হারিয়ে ফেললেন,"অর্থাৎ নিজ হাতে তিনি তাঁর আগের দল তথা আত্মীয়-স্বজন ও নিকটজনদেরও হারালেন। "একটি কথা উচ্চারণ করে তিনি লক্ষ বিভেদ ক্রয় করলেন এবং হাজারো বিপদ নিজের মাথার ওপর ডেকে আনলেন। তাঁকে স্বদেশ থেকে বের করে দেওয়া হলো। তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অনুসরণ করা হলো। তাঁর ঘরবাড়ি ও সম্পদ ধ্বংস ও বরবাদ করা হলো। তাঁকে বারবার বিষ প্রয়োগ করা হলো। যারা শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল তারা শত্রুতে পরিণত হলো, আর যারা বন্ধু ছিল তারাও শত্রুতা শুরু করল। দীর্ঘকাল তাঁকে এমন সব তিক্ত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, যেগুলোর ওপর অটল থাকা কোনো প্রতারক বা ধূর্ত মানুষের কাজ হতে পারে না।

তিনি আরও বলেন: "আর তারপর এমন স্পষ্টবাদিতা ছিল যে, তাওহীদের প্রচার করে তিনি সমস্ত জাতি, সমস্ত সম্প্রদায় এবং সারা বিশ্বের সেই সব মানুষকে-যারা শিরকে নিমজ্জিত ছিল-নিজের বিরোধীতে পরিণত করলেন। তিনি নিজের জাতি ও আত্মীয়স্বজনকে মূর্তিপূজা থেকে নিষেধ করলেন এবং এভাবেই তাদেরকেই সর্বপ্রথম শত্রু বানালেন। তিনি ইহুদিদের সঙ্গেও বিরোধ সৃষ্টি করলেন, কারণ তিনি তাদের বিভিন্ন ধরনের সৃষ্টিপূজা, পীরপূজা ও অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন। তিনি তাদেরকে মসীহকে অস্বীকার ও অপমান করা থেকেও নিষেধ করেছিলেন, ফলে তারা অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিল।" তিনি ইহুদিদের মসীহকে অস্বীকার করা থেকে নিষেধ করেছিলেন, ফলে তাদের অন্তর জ্বলে উঠেছিল, "এবং তারা কঠিন শত্রুতার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল এবং সর্বদা তাঁকে হত্যা করার সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে লাগল। একইভাবে খ্রিষ্টানরাও অসন্তুষ্ট হয়ে গেল, কারণ তাদের বিশ্বাসের বিপরীতে তিনি হযরত ঈসা (আ.)-কে না খোদা বললেন, না খোদার পুত্র বললেন, আর না এই কথা স্বীকার করলেন যে তিনি অন্যদের রক্ষা করার জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। অগ্নিপূজক ও নক্ষত্রপূজকরাও অসন্তুষ্ট হয়ে গেল, কারণ তাদেরকেও তাদের উপাস্যদের পূজা থেকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং মুক্তির একমাত্র ভিত্তি হিসেবে তাওহীদকেই স্থির করা হয়েছিল।"

তিনি বলেন: "এখন ন্যায়বিচারের দাবি হলো এই প্রশ্ন করা-এটাই কি দুনিয়া অর্জনের পদ্ধতি ছিল?"অভিযোগ করা হয় যে, হযরত রাসূলে করীম (সা.) দুনিয়া অর্জন করতে চেয়েছিলেন। সেই যুগের লোকেরাও এমন অভিযোগ করত। "প্রত্যেক সম্প্রদায়কে এমন স্পষ্ট ও হৃদয়বিদারক কথা বলা হয়েছিল যে, সবাই বিরোধিতার জন্য কোমর বেঁধে ফেলল, সবার অন্তর ভেঙে গেল, আর এর আগেই যে তাঁর সামান্য কোনো দল

গঠিত হতো কিংবা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কোনো শক্তি সঞ্চিত হতো, তিনি সবার স্বভাবকে এমনভাবে উত্তেজিত করে তুললেন যে তারা তাঁর রক্তের পিপাসু হয়ে উঠল।" আজও প্রাচ্যবিদ ও ইসলামের বিরোধীরা হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তোলে। কিন্তু তারা এই অভিযোগ করতে গিয়ে চিন্তা করে না যে, কোনো মানুষ কি পার্থিব লাভের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের ওপর এমন পরিস্থিতি ডেকে আনতে পারে?

তিনি বলেন: "যদি উদ্দেশ্য কেবল পার্থিব কূটনীতি হতো, তাহলে যেমন কিছু লোককে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, তেমন কিছু লোককে সত্যবাদীও বলা উচিত ছিল।" যদি কেবল দুনিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে যেমন কিছু লোককে মিথ্যা বলা হয়েছিল, তেমনি অন্যদের খুশি করার জন্য কিছু লোককে সত্যও বলা যেত। "বরং যদি আরবদের বলা হতো যে, তোমাদের লাত ও উজ্জা সত্য, তাহলে তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ত এবং তিনি যা চাইতেন তাই করত। কারণ তারা সবাই ছিল তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং গোত্রীয় সংহতির ক্ষেত্রে অতুলনীয়।" সেখানে আত্মীয়তা, রক্তের সম্পর্ক ও গোত্রীয় বন্ধন ছিল, আর এ জন্য তারা যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকত। "সব কথাই আগে থেকেই মেনে নেওয়া ছিল; তারা কেবল মূর্তিপূজার অনুমোদনেই খুশি হয়ে যেত।" যদি রাসূলে করীম (সা.) কেবল এটুকুই বলে দিতেন যে তাদের মূর্তিগুলো ঠিক আছে, তাহলে তারা খুশি হয়ে যেত। "এবং প্রাণ ও অন্তর দিয়ে তাঁর আনুগত্য করত।" প্রকৃতপক্ষে তারা এই দাবিও তাঁর সামনে পেশ করেছিল। "কিন্তু চিন্তা করা উচিত যে, রাসূলে করীম (সা.) কেন হঠাৎ করে আত্মীয় ও অনাত্মীয় সকলের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করলেন এবং কেবল তাওহীদকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলেন- যা সেই যুগে পার্থিব স্বার্থের জন্য সবচেয়ে ঘৃণিত বিষয় ছিল এবং যার কারণে শত শত সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল, বরং প্রাণনাশের আশঙ্কাও দেখা দিচ্ছিল? এর মধ্যে কোন পার্থিব স্বার্থ নিহিত ছিল? আর যখন এই বিশ্বাসের কারণেই তিনি তাঁর সমস্ত দুনিয়া ও দলবল ধ্বংস করে ফেলেছিলেন, তখন সেই একই বিপদজনক বিশ্বাসের ওপর অটল থাকার উদ্দেশ্য কী ছিল, যার প্রকাশ মাত্রেই নবমুসলমানদের কারাবাস, শৃঙ্খল ও কঠোর প্রহারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল? "কেবল তিনি নিজেই নয়, বরং তাওহীদের ঘোষণা দেওয়ার কারণে তাঁর অনুসারীদেরও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল।

"এটাই কি দুনিয়াবি সফলতা অর্জনের পদ্ধতি ছিল-যে প্রত্যেককে এমন তিক্ত কথা শোনানো হবে, যা তার স্বভাব, অভ্যাস, ইচ্ছা ও বিশ্বাসের বিপরীত, আর এভাবে সবাইকে একসঙ্গে প্রাণের শত্রুতে পরিণত করা হবে এবং কোনো একটি জাতি বা গোষ্ঠীর সঙ্গেও সম্পর্ক রাখা হবে না? লোভী ও ধূর্ত লোকেরা,"অর্থাৎ যারা লোভ বা কৌশল ও প্রতারণার দ্বারা পরিচালিত হয়, "কি এমন পদ্ধতি অবলম্বন করে যাতে বন্ধুরাও শত্রু হয়ে যায়? যারা প্রতারণার মাধ্যমে দুনিয়া অর্জন করতে চায়, তাদের নীতি কি এই হয় যে, তারা পুরো পৃথিবীকে শত্রুতায় উত্তেজিত করে তুলবে এবং নিজেদের জীবনকে সর্বদা বিপদের মধ্যে ফেলে রাখবে? না, বরং তারা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সবার সঙ্গে আপস করে চলে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই সত্যতার সনদ দেয়। খোদার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে যাওয়া তাদের স্বভাব নয়। খোদার একত্ব ও মহিমার প্রতি তাদের কখনোই কোনো খেয়াল থাকে না। খোদার জন্য অন্যায়ভাবে কষ্ট সহ্য করার প্রয়োজনই বা তাদের কী? তারা তো শিকারির মতো সেখানেই জাল পাতে, যেখানে শিকার ধরা সবচেয়ে সহজ।" যদি উদ্দেশ্য কেবল প্রতারণার মাধ্যমে কাউকে বশে আনা হয়, তাহলে তারা শিকারির মতো ফাঁদ পাতে। "আর তারা সেই সব পদ্ধতিই অবলম্বন করে, যেখানে পরিশ্রম কম অথচ দুনিয়াবি লাভ অনেক বেশি। মুনাফিকি তাদের পেশা এবং তোষামোদ তাদের চরিত্র। সবার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা এবং প্রত্যেক চোর ও ধূর্তের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা তাদের একটি বিশেষ নীতি। মুসলমানদের সামনে 'আল্লাহ আল্লাহ' আর হিন্দুদের সামনে 'রাম রাম' বলতে তারা সর্বদা প্রস্তুত থাকে। প্রতিটি মজলিসে তারা স্তাবকতা করে।" যে ধরনের মজলিস, সে অনুযায়ী নিজেদেরকে গড়ে নেয়। "খোদার সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক, আর তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক? নিজেদের সুখী জীবনকে অযথা চারদিকের দুঃখ-কষ্টে জড়ানোরই বা তাদের কী প্রয়োজন? তাদের শিক্ষক তো তাদের কেবল একটিই শিক্ষা দিয়েছে-প্রত্যেককে এই কথা বলো যে, তোমার পথই সোজা পথ, তোমার মতই সঠিক, আর তুমি যা বুঝেছ তাই ঠিক। মোটকথা, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ-কোনো কিছুর প্রতিই তাদের কোনো দৃষ্টি নেই। বরং যে-ই কোনোভাবে তাদের মুখ মিষ্টি করতে পারে, সেই-ই তাদের দৃষ্টিতে ভক্ত, সাধু ও ভদ্রলোক হয়ে যায়। আর যার প্রশংসা করলে তাদের পেটের দোজখ ভরতে পারে বলে মনে হয়, তাকেই তারা মুক্তিপ্রাপ্ত, স্বর্গের উত্তরাধিকারী ও অনন্ত জীবনের অধিকারী ঘোষণা করে।" সেই ব্যক্তিই তাদের কাছে সবকিছু হয়ে যায়। "

কিন্তু হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর জীবনের ঘটনাবলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এই বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার, সুস্পষ্ট এবং দেদীপ্যমান হয় যে, মহানবী (সা.) কথা ও কাজের অভিন্নতায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, নির্মল অন্তরের অধিকারী এবং খোদার জন্য জীবন বাজি রাখতে উদ্যত, আর সৃষ্টির প্রতি আশাভরসা রাখা হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ কেবল খোদার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন; যিনি খোদার ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টির মাঝে বিলীন ও বিলুপ্ত হয়ে এই কথার বিন্দুমাত্র পরোয়া করেননি যে, তওহীদের ঘোষণা দেওয়ার কারণে আমার ওপর কী কী বিপদ নেমে আসবে এবং মুশরিকদের হাতে আমাকে কী কী দুঃখ ও যন্ত্রণা সইতে হবে। বরং সকল ধরনের কাঠিন্য, কঠোরতা এবং বিপদাপদকে নিজের ওপর বরণ করে নিয়ে স্বীয় প্রভুর নির্দেশ পালন করেছেন।

আর মুজাহাদা বা খোদার পথে সংগ্রাম, ওয়াজ এবং নসীহতের আবশ্যকীয় শর্তাবলীর সবকটি দৃষ্টিগোচর রেখেছেন এবং কোনো ভয় প্রদর্শনকারীকে এতটুকুও গুরুত্ব দেন নি।

আমরা সত্য সত্যই বলছি যে, নবীকুলের জীবনের ঘটনাবলীতে এমন সব ভয়াবহ বিপদাপদের মুখে খোদার ওপর এরূপ ভরসা করে প্রকাশ্য শিরক ও সৃষ্টিপূজা থেকে বারণকারী আর এতো শত্রুর উপস্থিতি সত্ত্বেও এমন দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচলতা প্রদর্শনকারী একজনও দেখা যায় না ।

নবীদের ইতিহাসেও দেখুন, এতটা দৃঢ়পদ থাকার দৃষ্টান্ত কোথাও প্রমাণিত নয়।

অতএব কিছুটা হলেও সততার সাথে চিন্তা করা উচিত যে, এই সমস্ত পরিস্থিতি কত পরিস্কারভাবে মহানবী (সা.)-এর অভ্যন্তরীণ সত্যতার প্রমাণ বহন করে! এ ছাড়াও বুদ্ধিমান মানুষ যদি এসব অবস্থার প্রতি আরও গভীরভাবে লক্ষ্য করে তাহলে বুঝতে পারবে মহানবী (সা.) যে যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে এমন একটি সময় ছিল যখনকার বিদ্যমান অবস্থা একজন মহান ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ঐশী সংস্কারক এবং ঐশী পথপ্রদর্শ ককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল; আর যেসব শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল তাও ছিল বাস্তবে সত্য ও অত্যাবশ্যকীয়। অর্থাৎ যুগ এতটাই বিকৃত ছিল যে, সেই সময় একজন পথপ্রদর্শক, একজন সংস্কারক এবং একজন নেতা-র প্রয়োজন ছিল আর তিনি সেই যুগে আগমন করেছেন। আর সেসকল শিক্ষার সমাহার ছিল যার দ্বারা সমসাময়িক যুগের সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয়। আবার সেই শিক্ষা এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যা লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে সত্য ও সঠিক পথের দিকে টেনে আনে এবং লক্ষ লক্ষ বক্ষে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর অমোঘ চিহ্ন অঙ্কিত করে দেয়। নবুওয়তের যে চূড়ান্ত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, অর্থাৎ মুক্তির মূলনীতি সংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়া- তাকে তিনি এমন পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছেন যা অন্য কোনো নবীর মাধ্যমে কোনো যুগে লাভ হয়নি। সুতরাং এসব ঘটনার প্রতি দৃ ষ্টিপাত করলে অবলীলায় অন্তর থেকে এই সাক্ষ্য স্বতঃস্ফূত উচ্ছাসে উৎসারিত হবে যে, মহানবী (সা.) অবশ্যই খোদার পক্ষ থেকে একজন সত্য পথপ্রদর্শক। যে ব্যক্তি গোঁড়ামি ও হঠকারিতাবসতঃ অস্বীকারকারী হয় তার রোগ তো দুরারোগ্য, সে চাইলে খোদা তা'লার প্রতিও বিমুখ হতে পারে; নতুবা সত্যতার এই সকল নিদর্শন যা মহানবী (সা.)-এর মাঝে পূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে, অন্য কোনো নবীর মাঝে এর যেকোন একটিও কেউ প্রমাণ করে দেখাক, যেন আমরাও জানতে পারি।

অতঃপর তিনি বলেন, "হিন্দুরা অন্য সকল নবী এবং কিতাবসমূহকে অস্বীকার করে কেবল বেদের ভজন গেয়ে চলেছে যে, বেদেই সবকিছু । খ্রিষ্টানরা সমস্ত ঐশী শিক্ষাকে ইঞ্জিলের মাঝেই সমাপ্ত-সীমাবদ্ধ করে বসে আছে; তারা এটা বোঝে না যে, প্রত্যেক কিতাবের মান ও মর্যাদা তওহীদের বিষয়ে এর হিতসাধনের নিরিখে পরিমাপ করা হয় আর যে কিতাব তওহীদের

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবংঅসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান:১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ali Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

শিক্ষা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে যত অগ্রণী, মর্যাদায় সেটি তত উন্নত। ঐশী কিতাবের আসল সৌন্দর্য তাতে তওহীদের শিক্ষা কতটা বেশি রয়েছে তার নিরিখে বুঝা যাবে। আর এই কারণেই তওহীদের অস্বীকারকারী ব্যক্তি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমাহার হলেও মুক্তি পেতে পারে না। অর্থাৎ, সকল উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি তার মাঝে বিদ্যমান থাকলেও সে যদি তওহীদের অস্বীকারকারী হয় তবে আল্লাহর কাছে সে মুক্তিপ্রাপ্ত নয়। এখন এই ভদ্রলোকদের ভাবা উচিত যে, তওহীদ– যা মুক্তির মূলমন্ত্র – তা কোন্ কিতাবের মাধ্যমে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত হয়েছে? কেউ আমাদের বলবে কি যে কোন্ দেশে বেদের মাধ্যমে একত্ববাদ বিস্তার লাভ করেছে? এমন কোনো দেশ দৃষ্টিগোচর হয় না যেখানে ইঞ্জিলের মাধ্যমে তওহীদের প্রচার হয়েছে; বরং ইঞ্জিলের অনুসারীরা একত্ববাদীকে নাজাতপ্রাপ্তই মনে করে না। অর্থাৎ, যারা তওহীদে বিশ্বাসী তাদেরকে মুক্তিপ্রাপ্তই মনে করে না। পাদ্রিরা তওহীদে বিশ্বাসীদের এক অন্ধকার আগুনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা তো একথাই বলে যে, যারা তওহীদে বিশ্বাসী, যারা কেবল এক খোদাকে মানে এবং তিন খোদাকে মানে না, তারা আগুনের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হচে ছ যেখানে কেবল রোদন এবং দন্তপেশনই থাকবে হবে। আর তাদের বক্তব্য অনুযায়ী এই কালো আগুন থেকে কেবল সেই ব্যক্তিই রক্ষাপাবে যে খোদার জন্য মৃত্যু, বিপদাপদ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যথা, কষ্ট পাওয়া এবং দেহধারণ ও খোদার অন্য রূপধারণকে চিরকালের জন্য বৈধ মনে করে; অন্যথায় বাঁচার কোনো পথ নেই। অর্থাৎ এতে হযরত ঈসা (আ.)–এর একটি চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। যেন সেই কাল্পনিক স্বর্গ ইউরোপের দুটি বড় জাতি ইংরেজ এবং রুশীদের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে দেওয়া হবে। এখন এতে আরও বড় বড় দেশ ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আমেরিকার লোকেরাও বর্তমানে এমন কথা বলে থাকে, বরং এখন তো আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কোনো কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর পক্ষ থেকে এমন কথাও বলা আরম্ভ হয়েছে যে, মসীহ্ –র দ্বিতীয় আগমন হয়তো ট্রাম্পের বেশে হবে, ইন্না লিল্লাহ্। তিনি (আ.) বলেন, (স্বর্গ) অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে দেওয়া হবে আর বাকি সকল একত্ববাদী– যারা খোদা তা'লাকে তাঁর পূর্ণাঙ্গ উৎকর্ষের পরিপন্থী সকল প্রকার ত্রুটি থেকে পবিত্র মনে করে– তাদেরকে এই অপরাধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে!

আমাদের এই লেখার উদ্দেশ্য হলো– আজ ধরাপৃষ্ঠে তওহীদ নামক বস্তুটি মহানবী (সা.)–এর উম্মত ব্যতিরেকে অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মাঝে পাওয়া যায় না এবং পবিত্র কুরআন ব্যতিরেকে অন্য কোনো কিতাবের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না যা কোটি কোটি সৃষ্টিকে আল্লাহর একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং পরম সম্মানের সাথে সেই সত্য খোদার পানে পথ দেখায়। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ কৃত্রিম খোদা বানিয়ে নিয়েছে; আর মুসলমানদের খোদা তিনিই যিনি অনাদিকাল থেকে অক্ষয়–অবিনশ্বর অপরিবর্তনীয় এবং স্বীয় শাশ্বত গুণাবলির ক্ষেত্রে তেমনই আছেন যেমনটি তিনি পূর্বে ছিলেন। সুতরাং এই সমস্ত ঘটনা এমন, যেগুলোর দ্বারা ইসলামের পথপ্রদর্শকের নবুওয়তের সত্যতা সূর্যের চেয়েও অধিক উজ্জ্বল।"

এটি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট এবং সূর্যের মতো ভাস্বর। কারণ নবুওয়তের অর্থ এবং রিসালত ও নবুওয়তের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কেবল তাঁর বরকতময় সত্তাতেই প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে; অর্থাৎ এখান থেকেই সবকিছু প্রমাণিত হচ্ছে। আর যেভাবে শিল্পকর্ম দেখে শিল্পীকে চেনা যায়, ঠিক সেভাবেই বুদ্ধিমানরা বিদ্যমান সংস্কার কার্যাবলি দেখে সেই ঐশী সংস্কারককে শনাক্ত করছে। কোনো নির্মাণশিল্পিকে তার বানানো যন্ত্রাংশ বা জিনিসের মাধ্যমেই চেনা যায় অর্থাৎ তার বানানো উন্নত মানের জিনিসের মাধ্যমে। ঠিক একইভাবে ঐশী সংস্কারকের পরিচয় হলো তিনি তওহীদের প্রচারক হয়ে থাকেন।

"অনুরূপভাবে আরও হাজার হাজার এমন ঘটনা রয়েছে যা দ্বারা মহানবী (সা.)–এর ঐশী সাহায্যপুষ্ট হওয়া প্রমাণিত হয়। যেমন– এটি কি বিস্ময়কর ঘটনা নয় যে, একজন অর্থহীন, শক্তিহীন, অসহায়, নিরক্ষর, এতিম, নিঃসঙ্গ ও দরিদ্র মানুষ এমন এক যুগে– যখন প্রত্যেক জাতির পূর্ণ আর্থিক, সামরিক ও জ্ঞানগত শক্তি ছিল– এমন জ্যোতির্ময় শিক্ষা নিয়ে এসেছেন যে, আপন অকাট্য প্রমাণাদি এবং সুস্পষ্ট যুক্তি দ্বারা সবার মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন? আর বড় বড় ব্যক্তিবর্গকে যারা জ্ঞানী সেজে বসে ছিল এবং দার্শনিক আখ্যায়িত হতো, তাদের স্পষ্ট ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়েছেন। আর নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও এমন শক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, বাদশাহদের সিংহাসন থেকে ভূপাতিত করেছেন এবং সেস ব সিংহাসনে দরিদ্রদের বসিয়েছেন। এটি যদি ঐশী সাহায্য না হয়ে থাকে তবে আর কী ছিল? বুদ্ধি, জ্ঞান এবং শক্তিতে সমগ্র বিশ্বের ওপর বিজয়ী হওয়া কি ঐশী সাহায্য ব্যতীত সম্ভব হতে পারে?"

(বারাহীনে আহমদীয়া, দ্বিতীয় ভাগ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০৮–১১৯)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন "ইতিহাস স্পষ্টভাবে বলছে এবং কুরআন মাজীদের অনেক স্থানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সা.) এমন এক যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন সারা বিশ্বে শিরক পথভ্রষ্টতা এবং সৃষ্টিপূজা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সব মানুষ সত্যের মূলনীতি ত্যাগ করেছিল আর সত্যের মূলনীতি ত্যাগ করেছিল। সরল পথ ভুলে গিয়ে প্রত্যেক দল পৃথক পৃথক বিদআত বা ভ্রান্ত পথের অনুসারী হয়েছিল। আরবে মূর্তিপূজার প্রবল প্রাধান্য ছিল। পারস্যে অগ্নিপূজার বাজার গরম ছিল। ইরানিরা সেই যুগে অগ্নিপূজারী ছিল, তারা আগুনের পূজা করত। হিন্দুস্তানে মূর্তিপূজা ছাড়াও আরও শত শত প্রকারের সৃষ্টিপূজা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেই দিনগুলোতেই এমন অনেক পুরাণ ও পুস্তক রচিত হয়েছিল যার মাধ্যমে খোদার বহু বান্দাকে খোদা বানানো হয়েছিল এবং অবতারপূজার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। আর পাদ্রি ওয়ার্ড (Ward) [অনুবাদকের টীকা: তিনি এখানে জন ড্যাভেনপোর্টের কথা বলেছেন]–এবং আরও অনেক বিজ্ঞ ইংরেজের মতে সেই দিনগুলোতে খ্রিস্টধর্মের চেয়ে অধিক ভ্রষ্ট কোনো ধর্ম ছিল না। জন ড্যাভেনপোর্টও এটি লিখেছেন এবং অন্যান্যরাও (লিখেছেন); তাঁর যুগে এই কথাগুলো তাঁর সামনেও স্পষ্ট হয় আর খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ এবং বিজ্ঞ ইংরেজগণও লিখেছেন যে, খ্রিস্টধর্মে র মতো এতটা ভ্রষ্ট কোনো ধর্ম ছিল না। পাদ্রিদের চারিত্রিক অবক্ষয় ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে খৃস্টধর্মে এক কঠিন কলঙ্কতিলক লেগে গিয়েছিল এবং খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসে একটি বা দুটি নয় বরং অনেক কিছু খোদার আসন দখল করে নিয়েছিল।"

অতএব হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর এমন সার্বজনীন ভ্রষ্টতার সময়ে প্রেরিত হওয়া যখন সমসাময়িক যু গেবিরাজমান অবস্থা এক মহান চিকিৎসক ও সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল এবং ঐশী হেদায়েতের যারপরনাই প্রয়োজন ছিল এবং তখন তিনি আবির্ভূত হয়ে বিশ্বকে তাওহীদ ও সৎকর্ম দ্বারা আলোকিত করা এবং শিরক ও সৃষ্টিপূজা নির্মূল করা , যা সকল অনিষ্টের মূল, তা একথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ তা'লার সত্য রসূল এবং সকল রসূলদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

তাঁর (আ.) সত্য হওয়া এ থেকেই প্রমাণিত যে, সেই সর্বগ্রাসী ভ্রষ্টতার যুগে প্রকৃতির বিধান একজন মহান পথপ্রদর্শকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল এবং ঐশী সুন্নত একজন সত্যনিষ্ঠ পথনির্দেশকের দাবি করছিল। [সুন্নতও এটিই ছিল যে যখন মানুষ বিপথগামী হয়ে যায় তখন আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রেরিতদের পাঠান] কেননা আদিকাল থেকেই বিশ্ব–প্রতিপালক আল্লাহ তা'লার বিধান হলো যখন পৃথিবীতে কোনো প্রকার কঠোরতা ও দুর্ভোগ তার চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন ঐশী কৃপা তা দূর করার দিকে দৃষ্টি দেয়। উদাহরণযখন অনাবৃষ্টির কারণে চরম পর্যায়ের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, সৃষ্টি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে থাকে, মানুষ মরতে শুরু করে, অবশেষে তখন দয়াময় আল্লাহ তা'লা বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যখন মহামারীর কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরতে শুরু করে তখন কোনো না কোনোভাবে বাতাসের বিশুদ্ধতার কোন ব্যবস্থা হয়ে যায় অথবা কোনো ঔষধই আবিস্কার হয়ে যায়। এবং যখন কোনো জাতি কোন অত্যাচারির কবলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তখন শেষ পর্যন্ত কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ও মুক্তিদাতা দৃশ্যপটে আসে। অনু রূপভাবে যখন মানুষ আল্লাহ তা'লার পথ ভুলে যায় এবং তাওহীদ ও সত্যপূজা পরিত্যাগ করে, তখন আল্লাহ তা'লা নিজের পক্ষ থেকে কোনো বান্দাকে পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দান করে এবং নিজ বাণী ও ওহীর দ্বারা সম্মানিত করে আদমসন্তানের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেন, যাতে যতটুকু বিকৃতি দেখা দিয়েছে তার সংস্কার করেন। এরে পেছনে মূল তত্ত্বকথা হলো বিশ্বের স্থিতি ও স্থায়ীত্ব বিধানকারী প্রতিপালক, যিনি সমগ্র জগতের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয়স্থল তিনি সৃষ্টির কল্যাণসাধনের কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন না এবং একে অকেজো ও অর্থহীন হিসেবে পরিত্যাগ করেন না ; বরং তাঁর প্রতিটি গুণ নিজ নিজ সময়ে তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হয়ে যায়। অতএব যখন যৌক্তিক দিক থেকে একথা সুনিশ্চিৎ যে, প্রত্যেক বিপদের আগ্রাশনকে প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ তা'লার সেই গুণ, যা এর মোকাবেলায় থাকে, প্রকাশিত হয় । এ বিষয়টি ইতিহাস এবং বিরোধীদের স্বীকারোক্তি থেকে আর বিশেষভাবে কুরআন মাজীদ–এর সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর আবির্ভাবের সময়ে এই বিপদ আধিপত্য বিস্তার করছিল যে পৃথিবীর সকল জাতি তাওহীদ, একনিষ্ঠতা ও সত্য প্রীতির সরল পথ,পরিত্যাগ করেছিল এবং এটিও প্রত্যেকের জানা যে বর্তমান নৈরাজ্যের চিকিৎসক ও জগতকে শিরক ও সৃষ্টিপূজার অমানিশা থেকে বের করে তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিতকারী কেবল হযরত মুহাম্মদ (সা.)ই, অন্য কেউ নয়। অতএব, এই ভূমিকার মাধ্যমে সহজাত ফলাফল যা দাড়ায় তাহলো, মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সত্য পথ–প্রদর্শক। "

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১২–১১৪)

সুতরাং মহানবী (সা.)–ই হলেন সেই সত্তা যিনি পৃথিবীতে একত্ববাদ প্রকৃত রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মহানবী (সা.) কীভাবে তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন আমি এ সংক্রান্ত অনেক ঘটনা বিগত খোতবাগুলোতে বর্ণনা করেছি। অতঃপর আমরা এ যুগে দেখি যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে, তাঁর প্রকৃত প্রেমিককে আল্লাহ্ তা'লা তওহীদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন, কারণ এই যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.), যিনি প্রতিশ্রুত

মসীহ্ ও মাহদী, তিনি তাঁর (সা.) শিক্ষা ও সুন্নতের এক বাস্তব নমুনা ছিলেন এবং তাঁর হৃদয় তাঁর নেতার পদাঙ্ক অনু সরণে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র তওহীদ প্রচারের এক গভীর আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ ছিল।

যেমন আমরা তাঁর রচনাবলী ও তাঁর বাস্তব জীবনে এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, যার মধ্যে আমি কয়েকটি উল্লেখ করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

" আমাদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারও বড় অদ্ভুত । আমাদের এলহাম আনতা মিন্নী বিমানযিলাতি তওহীদী ও তাফরীদী– একটি নতুন ধরণের এলহাম। এর আগে কোন ঐশী বাণীতে আমি এমন শব্দ দেখি নি।

আমার মনে এর যে অর্থটি আসে তা হলো, এমন ব্যক্তি তওহীদের পর্যায়ের লোক হয়ে থাকেন যারা এমন এক যুগে আদিষ্ট হন যখন পৃথিবীতে খোদার তওহীদের চরম অবমাননা হয় এবং একে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়। এমন সময়ে আগমনকারী ব্যক্তি তওহীদের মূর্ত প্রতীক হয়ে থাকেন।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১, ২০২২ সংস্করণ)

এটি একটি মজলিসে তিনি বর্ণনা করেছিলেন যা একটি পত্রিকা রেকর্ড করেছেন। আরেকটি পত্রিকা 'আলবদর' সামান্য বিস্তারিতভাবে লিখেছে,

প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ে তওহীদের এমন পিপাসা জাগ্রত করা হয় তিনি তার ব্যক্তিগত সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে একপাশে রেখে তওহীদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বয়ং মূর্তিমান তওহীদ হয়ে যান। তাঁর ওঠা-বসা, চলাফেরা গতিস্থিতি বরং প্রতিটি কথা ও কাজে গভীর তওহীদ প্রীতি পরিলক্ষিত হয়।"

(আল বদর, ২য় খণ্ড, ১০ এপ্রিল. ১৯০৩)

তিনি (আ.) বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের একটি উদ্দেশ্য ও পরম লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকে কিন্তু সেই ব্যক্তির অর্থাৎ যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ভালবাসায় নিমগ্ন, তাঁর লক্ষ্য ও আকাঙ্খা হলো একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র তওহীদ। তিনি তাঁর স্বাভাবিক আবেগ অনুভূতি ও উদ্দেশ্যের উর্ধ্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র তওহীদকে স্থান দেন। নিজের সকল চাহিদাকে উপেক্ষা করেন একইভাবে, প্রত্যেক ব্যক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের একটি প্রতিমা থাকে,সে উক্ত লক্ষ্যে উপণীত হতে চায় কিন্তু সেই পর্য ন্ত তাকে পৌঁ ছানো বা তার পূর্বেই তার আয়ু র সমাপ্তি ঘটানে আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে থাকে। উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য মানুষের বড়ো আকাঙ্ক্ষা থাকে, ব্যবসায়ীদের, বাণিজ্যিক পেশার মানুষের এবং জাগতিক উদ্দেশ্য অন্বেষণকারীদের। তারা নিজস্ব একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু হয় আল্লাহ তা'লা তাদেরকে (লক্ষ্যে) পৌঁছে দেন অথবা তার আগেই তাদের মৃত্যু ঘটে। সে তার সম্পদ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি বা অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের জন্য ছটফট করে ও আত্মহারা হয়ে যায়; এমনকি অনেক সময় মানুষ এসব সমস্যায় পড়ে আত্মহত্যাও করে ফেলে। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদার পক্ষ থেকে মামুর (তথা প্রত্যাদিষ্ট) হয়ে আসেন, তাঁর এই আবেগ-উদ্দীপনা খোদা তা'লার তওহীদের জন্য হয়ে যায় এবং নিজের মানবিক কামনা-বাসনার পরিবর্তে খোদা তা'লার তওহীদের জন্য তিনি ব্যাকুল ও আত্মহারা হয়ে যান।"

তিনি (আ.) বলে আমি মনে করি, এমন সময়ে এই শব্দগুলো খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আসে– 'আনতা মিন্নী বি-মানযিলাতি তওহীদী ওয়া তাফরীদী' (অর্থাৎ তুমি আমার নিকট আমার তওহীদ ও একত্ববাদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত)। কারণ আল্লাহ তা'লা তাঁর তওহীদকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। এটি সেই তওহীদ ছিল যার খাতিরে আল্লাহ তা'লা কখনো মহামারি, কখনো দুর্ভিক্ষ এবং কখনো তাঁর প্রিয় নবীদের হাতের তরবারির মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠার জন্য হাজার হাজার মুশরিক প্রাণকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। মক্কা ও মদীনা মুনাওয়ারার পরিস্থিতিও কেবল এরই খাতিরে জটিল রূপ ধারণ করেছিল। মুসা (আ.)-এর বিষয়টিও এই তওহীদের জন্যই ছিল।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১-২)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) শিরক এবং এর সূক্ষ্ম প্রকারভেদসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ,সকল ধরনের শিরক বর্জন করা উচিত। সূর্য, চাঁদ, আকাশের নক্ষত্র, বাতাস, আগুন, পানি বা অন্য কোনো পার্থিব জিনিসকে যেন উপাস্য সাব্যস্ত করা না হয়; আর জাগতিক উপায়-উপকরণকে যেন এমন মর্যাদা না দেওয়া হয় এবং সেগুলোর ওপর এমন ভরসা না করা হয় যার ফলে তারা খোদার শরীক হয়ে যায়; অধিকন্তু নিজের সংকল্পও চেষ্টাপ্রচেষ্টাকে যেন কিছু মনে করা না হয়, কেননা এটিও শিরকের প্রকারভেদের মধ্যে একটি। বরং সবকিছু করে এটিই মনে করা উচিত যে, আমরা কিছুই করি নি। আর নিজের জ্ঞান নিয়ে কোনো অহংকার এবং নিজের আমল সম্বন্ধে কোনো গর্ব করা উচিত নয়, বরং নিজেকে প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ ও অথর্ব মনে করা উচিত আর আত্মা যেন সার্বক্ষণিকভাবে খোদা তা'লার চৌকাঠে সেজদাবনত থাকে। সবকিছু করার পরেও আল্লাহর দরবারে অবনত থাক নিবেদন কর , হে আল্লাহ! তোমার অনুগ্রহের ফলেই সবকিছু হবে, সমস্ত ফলাফল সৃষ্টি হবে। মা নুষের জ্ঞান কোনো শিক্ষকের মুখাপেক্ষী আর সীমাবদ্ধও। মানুষের জ্ঞান কোনো পাঠ দানকারীর মুখাপেক্ষী আর Limited অর্থাৎ সীমিত। কিন্তু তাঁর জ্ঞান কোনো শিক্ষকের মুখাপেক্ষী নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লার জ্ঞান কোনো পাঠ দানকারীর মুখাপেক্ষী নয় এবং তাসত্ত্বেও অসীম। এর কোনো সীমা নেই। মানুষের শ্রবণশক্তি বাতাসের মুখাপেক্ষী এবং সীমাবদ্ধ। মানুষের শ্রবণ করার যে শক্তি তা বাতাসের মাধ্যম চায় এবং তারপরও তা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত শুনতে পারে। কিন্তু খোদার শ্রবণশক্তি তাঁর নিজস্ব শক্তিবলে কাজ করে এবং তা অসীম। মানুষের দৃষ্টিশক্তি সূর্য বা অন্য কোনো আলোর মুখাপেক্ষী এবং সীমাবদ্ধ, কিন্তু খোদার দৃষ্টিশক্তি তাঁর নিজস্ব আলোতে এবং তা অসীম। তেমনই মানুষের সৃষ্টি করার ক্ষমতা কোনো বস্তুর মুখাপেক্ষী, সময়ের মুখাপেক্ষী এবং সীমাবদ্ধ, কিন্তু খোদার সৃষ্টি করার ক্ষমতা কোনো বস্তুর মুখাপেক্ষীও নয় এবং কোনো সময়ের মুখাপেক্ষীও নয় আর তা অসীম। কারণ তাঁর সমস্ত গুণাবলি অনন্য ও অতুলনীয়। তাঁর যেমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই, তেমনই তাঁর গুণেরও কোনো দৃষ্টান্ত নেই। যদি একটি গুণে তিনি অপূর্ণ হতেন তবে সমস্ত গুণেই অপূর্ণ হতেন, তাই তাঁর তওহীদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ না তিনি তাঁর সত্তার মতো তাঁর সমস্ত গুণাবলিতে অতুলনীয় হন। এটিই সেই তওহীদ যা কুরআন শরীফ শিখিয়েছে, যা ঈমানের মূল ভিত্তি।"

(লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ১৫৪-১৫৫)

বর্তমান যুগের প্রভাবে অনেক সময় শিশুদের মনেও এই প্রশ্ন ওঠে এবং তারা লিখে থাকে যে, আল্লাহ তা'লাকে কে সৃষ্টি করেছে? আল্লাহ তা'লা কোথা থেকে এলেন? হয়ত বড়োরা তাদের এসব বলে অথবা নিজের থেকেই তাদের মনে প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু আল্লাহ তা'লার গুণাবলি এমন ে যে, আল্লাহ তা'লা চিরকাল থেকে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন আর তিনি অসীম। তাই তিনিই সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে কেউ সৃষ্টি করে নি। কোন স্বয়ম্ভু জিনিষের যে চূড়ান্ত ধারণা মাথায় আসতে পারে তা হলেন খোদা তা'লাই।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

"স্মরণ রাখতে হবে, প্রকৃত তওহীদ যার স্বীকারোক্তি খোদা তা'লা আমাদের কাছে চান এবং যার স্বীকৃতির মাঝেই মুক্তি নিহিত তা হলো খোদা তা'লাকে সত্তাগত দিক থেকে সকল ধরনের শিরক থেকে পবিত্র মনে করা তা মূর্তিই হোক, মানুষই হোক, সূর্য হোক বা চন্দ্রই হোক, অথবা নিজের নফস অথবা নিজের কৌশল ও প্রতারণাই হোক না কেন। তাঁর বিপরীতে কাউকে সর্বশক্তিমান, রিযিকদাতা, সম্মানদাতা বা লাঞ্ছিতকারী জ্ঞান না করা। কাউকে সাহায্যকারী আখ্যা না দেয়া। দ্বিতীয়ত, নিজের ভালোবাসা শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা, নিজের ইবাদাত শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা, নিজের বিনয়কে শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা, নিজের আশা-ভরসা শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা, নিজের ভয় শুধু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা।

সুতরাং এই তিন প্রকারের বিশেষত্ব ব্যতীত কোনো তওহীদই কামিল হতে পারে না ।প্রথমত, সত্তার দিক থেকে তওহীদ, অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্বের বিপরীতে সমস্ত সৃষ্টিক বিলুপ্তপ্রায় মনে করা, অর্থাৎ লয়শীল। আর সবকিছুকে সত্তাগতভাবে ধ্বংসশীল ও ভিত্তিহীন মনে করা কল্পনা করা। সব জিনিসই নিজের সত্তায় ধ্বংসশীল ও মিথ্যা; কামিল নয়। দ্বিতীয়ত, গুণাবলির দিক থেকে তওহীদ, অর্থাৎ প্রতিপালন ও উপাস্য হওয়ার বৈশিষ্ট্য আল্লাহর সত্তা ছাড়া আর কারো প্রতি আরোপ না করা। আর বাহ্যিকভাবে যাদের বিভিন্ন প্রকারের প্রতিপালক চোখে পড়ে, যাদের মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হয়, মানুষ তাদেরকেও প্রতিপালক মনে করে; তাদেরকেও আল্লাহর হাতেরই একটি ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস করা। আমেরিকা কিছু নয়, ইসরাঈল কিছু নয়, দুনিয়ার আর কোনো বড়ো শক্তি কিছু নয়; বরং সর্বময় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'লারই। মুসলমানরাও যদি এই বিষয়টি বুঝতে পারে, তবে নিশ্চয় তারা সফল হবে। তৃতীয়ত, নিজের ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও পবিত্রতার দিক থেকে তওহীদ, অর্থাৎ ভালোবাসা ও অন্যান্য বান্দেগীমূলক বিষয়ে অন্য কাউকে আল্লাহ তা'লার অংশীদার গণ্য না করা এবং তার মাঝেই বিলীন হয়ে যাওয়া।" (খ্রীষ্টান সিরাজুদ্দীন-এর চারটি প্রশ্নের উত্তর, রূহানী খাযায়ন, খণ্ড-১২, পৃ: ৩৪৯

যেভাবে আল্লাহ তা'লাকে ভালোবাসা উচিত, সেভাবে অন্য কাউকে না ভালোবাসা ।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, এখন এই যুগে যখন আল্লাহ দেখলেন যে, পৃথিবী বিকৃতির শিকার , কোটি কোটি সৃষ্টি শিরকের পথ বেছে নিয়েছে এবং চল্লিশ কোটির অধিক লোক পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে যারা এক অধম মানুষ মরিয়মের পুত্রকে উপাস্য বানিয়ে বসেছে। সেই যুগে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ কোটি। আর এর সাথে মদ্যপান, লাগামহীনতা, দুনিয়াপ্রীতি ও উদাসীন জীবনযাপন চরম রূপ ধারণ করেছে। তখন আল্লাহ তা'লা আমাকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করলেন, যাতে আমি এই সকল অনিষ্টের সংশোধন করি। এখন পর্যন্ত আমার হাতে প্রায় এক লক্ষ মানুষ পাপ ,ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অপকর্ম থেকে তওবা করেছে। (এ সংখ্যা সেসময়েরযখন তিনি একথা বলেছিলেন। এখন তো আল্লাহর অনুগ্রহে কোটি কোটি মানুষ তাঁর

জামা'তে যোগদান করেছে।) আর তিনি (আ.) নিদর্শনের কথাও উল্লেখ করেছেন যে, দেড়শরও বেশি নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে, যার সাক্ষী এই দেশের কয়েক লক্ষ মানুষ। আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন আমি পৃথিবীতে পুনরায় তওহীদ প্রতিষ্ঠা করি এবং মানুষ -পূজা বা পাথর-পূজা থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়ে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর দিকে তাদের ফিরিয়ে আনতে পারি এবং যেন অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করি।

আমি দেখছি যে, মানুষের মধ্যে একটি আলোড়ন সৃ ষ্টি হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ আমার হাতে তওবা করে চলেছে। আর আকাশ থেকে এমন বাতাসও প্রবাহিত হচ্ছে যে, এখন প্রকৃতিগুলো তওহীদের অনুকূলে ধারিবত হচ্ছে এবং স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছেযে, এখন আল্লাহ তা'লার ইচ্ছা এটিই যে, তিনি মানুষ-পূজা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত করে দেবেন। এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য শত শত মাধ্যম সৃষ্টি করা হয়েছে। "

(মাকতুবাতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৫৬-২৫৭)

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরও সেগুলো প্রদান করেছেন এবং এর মাধ্যমে আমরা তবলীগও করি। আর প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হলো তওহীদ প্রসারের জন্য চেষ্টা করা।

তিনি (আ.) বলেন, আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে, প্রতিমা পুজার সংজ্ঞা কি এবং তাদেরকে কোন বিষয়টি প্রতিমা পুজারী বানিয়ে থাকে; আমার জন্য এর উত্তর দেওয়া আবশ্যক। জেনে রাখা উচিত, ইবাদত বিশ্বাসের ফলাফল এবং সত্যবাদীদের বিশ্বাস হলো, খোদা এক-অদ্বিতীয় এবং মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্র গুণাবলী অনাদি ও অনন্ত, অর্থাৎ তাঁর গুণাবলীতে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন নেই, আর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হওয়া সম্ভবও নয়। এর কোন সূচনা নেই এবং সমাপ্তিও নেই। সত্য ও প্রকৃত খোদা অনাদি ও অনন্ত; তিনি কোন সৃষ্টি নন যে জন্মগ্রহণ করবেন, অর্থাৎ কোন পদ্ধতিতে জন্ম নিবেন। যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি অনেকের প্রশ্নের উত্তর এতে এসে গেছে। আর এমন বৈশিষ্টাবলীর উর্ধ্বে যেগুলো স্বীকার করতে আমাদের হৃদয় ঘৃণা করে। তাঁর গুণাবলী তো আমাদের হৃদয়ের স্বীকারোক্তি। আর আমাদের হৃদয় তাঁর গুণাবলীর প্রতি অনুরক্ত। তিনি আদি থেকে এক-অদ্বিতীয়। কোন্ সে হৃদয় যা তাঁর একত্ববাদের অস্বীকারকারী। আদিকাল থেকে তিনি এক-অদ্বিতীয় এবং কোন সে হৃদয় যা তাঁর ত্রিত্ববাদকে স্বীকার করে।"(মাকতুবাতে আহমদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৮৯-৪৯০)

খ্রিস্টানদের শিক্ষা রয়েছে খোদা তিন। সৎ প্রকৃতির কেউ ত্রিত্ববাদ স্বীকার করতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, আমি ত্রিত্ববাদের কলুষতার সংশোধনের জন্য আবির্ভূত হয়েছি। খ্রিস্টধর্মে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি সৃষ্টি হয়েছে সেটার সংশোধনের জন্য প্রেরিত হয়েছি। একারণে এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য অর্থাৎ পৃথিবীতে চল্লিশ কোটির বেশি এমন মানুষ বিদ্যমান যারা হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদা বলে বিশ্বাস করে- আমার অন্তরে এতটাই আঘাত হেনেছে, আমি ধারণা করতে পারি না আমার সারা জীবনে এর চেয়ে বড় কোনো দুঃখের আমি মুখোমুখী হয়েছি । বরং যদি দুঃখ ও কষ্টে মৃত্যুবরণ করা আমার জন্য সম্ভব হতো তাহলে এই দুঃখ আমাকে ধ্বংস করে দিতো যে, কেন তারা এক-অদ্বিতীয় খোদাকে পরিত্যাগ করে এক অসহায় মানুষের উপাসনা করছে। আর এরা কেন সেই নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করে না যিনি সত্য ধর্ম ও সঠিক পথ সহকারে জগতে আগমন করেছেন, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর প্রতি কেন ঈমান আনে না। সবসময় আমার এই শঙ্কা হতো যে, এই দুঃখের কারণে আমি না আবার ধ্বংস হয়ে যাই।" ।তিনি বলেন খোদা কুরআনে করীমে সত্য বলেছেন যে এই মিথ্যার কারণে আসমান বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয় অর্থাৎ একজন অসহায় মানুষকে খোদা বানানোর কারণে। আর এই বেদনায় আমার অবস্থা হলো, অন্য লোকেরা যদি বেহেশত চায়, তবে আমার বেহেশত হলো- আমি আমার জীবদ্দশায় মানুষকে এই শিরক থেকে মুক্তি পেতে এবং খোদার মহিমা (আ.) প্রকাশিত হতে দেখে যাই। আর আমার আত্মা সব সময় এই দোয়া করে যে- হে খোদা! আমি যদি তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকি এবং তোমার কৃপার ছায়া যদি আমার সাথে থাকে, তবে আমাকে সেই দিনটি দেখাও যেদিন হযরত মসীহ্ আলাইহিস সালাম -এর (আ.) মাথা থেকে এই অপবাদ তুলে নেওয়া হবে যে, তিনি নাউযুবিল্ল াহ্ (আল্লাহর আশ্রয় চাই) খোদা হওয়ার দাবি করেছিলেন। একটি দীর্ঘকাল এমন কেটেছে যখন থেকে আমার পাঁচ বেলার নামাযে দোয়া এটিই যে, খোদা তাদেরকে দৃষ্টিশক্তি দান করুন এবং তারা তাঁর একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করুক এবং তাঁর রসূলকে শনাক্ত করুক এবং ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস থেকে তওবা করুক।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৪৭-৫৪৮)

খ্রিস্টধর্ম তো কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, ত্রিত্ববাদের দর্শন শুধু কেতাবি দর্শন হিসেবে রয়ে গেছে, বিশেষত ইউরোপে এর অনুশীলনকারী খুব কমই রয়ে গেছে। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকাতে এখনো রয়েছে। কিন্তু যারা ত্রিত্ববাদের দর্শন পরিত্যাগ করছে তারাও এক খোদার বিশ্বাস রাখে না। তওহীদে প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের যতটুকু সাধ্য রয়েছে চেষ্টা করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা করুন যেন যে লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রেরণ করেছিলেন এবং যে তওহীদের মহানবী (সা.) ঘোষণা দিয়েছিলেন, সে প্রকৃত তওহীদে যেন আমরা প্রতিষ্ঠিত হই আর জগতে এর বিস্তারকারী যেন আমরা হতে পারি। এখন মানবজাতির স্থায়ীত্বের এটিই একটি নিশ্চয়তা, এছাড়া আর কোন সমাধান নেই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন।

নামাযের পর দু ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াবো।

প্রথমটি মুকাররম খাজা জাফর আহমদ সাহেবের, যিনি সিয়ালকোট জেলার সাবেক আমীর ছিলেন। কিছুকাল যাবৎ আমেরিকায় বসবাস করছিলেন । কিছুদিন পূর্বে ৯১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম মূসী ছিলেন।

তার কন্যা আফিতা হাই বলেন, শৈশব থেকে আমরা তাকে জামাতের সেবায় নিষ্ঠা, বিনয় এবং পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে জীবন অতিবাহিত করতে দেখেছি। খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পর্ক তার ব্যক্তিত্বের অসাধারণ বৈশিষ্ট ছিল, যা তার সন্তানাদি ও স্ত্রীর হৃদয়েও খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ; আর এটি বস্তুনিষ্ঠ একটি মন্তব্য। অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান এবং জামাতী ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী ব্যক্তি ছিলেন। তার যৌবনকাল থেকে নিয়ে জীবেন শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে সেবা করার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি কায়েদ হিসেবে, খোদ্দামুল আহমদীয়ার জেলা কায়েদ হিসেবে, স্থানীয় কায়েদ হিসেবে, স্থানীয় আমীর হিসেবে, জেলা আমীর হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার প্রতি অনেক আগ্রহ ছিল আর কেন্দ্র থেকে যেসব প্রতিনিধিদল যেত সর্বদা নিজ ঘরে রেখে তাদের যত্নআত্মি করতেন। কখনো কোনো কর্মকর্তা সম্পর্কে অসংলগ্ন কথা তিনিও বলেননি আর আর কখনো শুনাও পছন্দ করতেন না। তিনি কখনো তার সামনে সমালোচনার সুযোগ দিতেন না। আল্লাহ্ তা'লার ওপর পরিপূর্ণ ভরসা ছিল। যে কোনো পরীক্ষার সম্মুখিন হলে তা জামাতি সেবার বিষয়ে হোক বা ব্যক্তিগত জীবনে সর্বদা পরিপূর্ণ মনোযোগ দোয়ার দিকে দিতেন আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা ছিল। তার কন্যা বলেন, আমরাও দেখেছি অধিকাংশ সময় আল্লাহ্ তা'লা তাকে পূর্ণ সাহায্য করেছেন এবং তার দোয়া কবুল করেছেন। তিনি আর তার অসুস্থ্য মায়েরও অনেক সেবাযত্ন করেছেন। অত্যন্ত ধৈর্য ও ভালোবাসার সাথে কয়েক বছর তার সেবা করেছেন।

শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী ছাড়া তিন কন্যা এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রা এবং পৌত্রও আছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন।

অনুরূপভাবে তিনি ব্যবস্থাপনার দিক থেকে যেহেতু জেলা আমীর ছিলেন তাই সব জামাত সম্পর্কে অবগত ছিলেন। গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট জামাত সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতেন আর সমস্ত পথ চিনতেন। জেলার অবস্থা সম্পর্কে সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন। এমনটি নয় যে, কেবলমাত্র আমীরের পদে আসীন ছিলেন, বরং সর্বত্র যাতায়াত করতেন আর সিয়ালকোট থেকে জলসায় অংশগ্রহণকারীর জন্য (যখন পরিস্থিতি ভালো ছিল) সেখানে বিশেষ প্রশিক্ষক আসতেন তো তিনি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এর ব্যবস্থা করতেন। অত্যন্ত স্নেহশীল এবং যেমনটি আমি বলেছি, সর্বদা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার অধিকারী ছিলেন, খুবই বিনয়ী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ক্ষমা করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ মুকাররম ইদ্রাগো আলিদু সাহেবের। তিনি বুরকিনা ফাসোর স্থানীয় আহমদী সদস্য ছিলেন। সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত ছিলেন আর বর্তমানে আইউগিয়ার একটি গ্রামে ডিউটিতে রত ছিলেন। সেখানে সন্ত্রাসীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল সেখানে ০৩ মার্চ ডিউটিরত

মহান আল্লাহ্র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

অবস্থায় সন্ত্রাসীদের আক্রমণে তার মৃত্যু হয়, শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার বয়স ছিল ৪০ বছর, একজন নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন। ২০০৭ সালে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন আর তার স্ত্রী তার পরিবারের একমাত্র আহমদী সদস্য। অর্থাৎ, তিনি ও তার স্ত্রী কেবলমাত্র আহমদী; তার পরিবারে আর কোনো আহমদী সদস্য নাই।

রিজিওনাল মুবাল্লেগ সা'দাত সাহেব বলেন, মরহুম জামাতের একজন অত্যন্ত সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং জামাত ও খেলাফতের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। অত্যন্ত নেক, ইবাদতগুজার ও নিষ্ঠাবান আহমদী যুবক ছিলেন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদিয়ার কায়েদ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। নিয়মিত চাঁদা আদায় করতেন । জামাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আগ্রহের সাথে অংশ নিতেন। সেনাবাহিনীর চাকরিতে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রতি বছর বুরকিনা ফাসোর সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করতেন। মুয়াল্লেম এবং মুরব্বি সাহেবদের সাথে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার আচরণ করতেন এবং তাদের বিভিন্ন সহযোগিতাও করতেন। ২০০৮ সালে আমি যখন ঘানা সফরে যাই। যদিও ২০০৫ সালে বুরকিনাফাসোও গিয়েছিলাম। ২০০৮ সালে ঘানার সফরকালে, সেখানে বুরকিনাফাসোর খোদ্দামদের একটি কাফেলা সাইকেলে করে আসে। তারা এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি পথ অতিক্রম করে পৌঁছেছিল। আর তাদের সাইকেলগুলোও আমাদের এখানকার মতো উন্নত ছিল না। ভাঙাচোরা সাইকেল, খারাপ রাস্তা এরই মাঝে তারা এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি পথ পাড়ি দিয়েছিল। তারা ঘানায় পৌঁছে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তারা সবসময়ই সালানা জলসায় সাইকেলে করেই যেতেন।

স্থানীয় মিশনারী সাম্পুরি আবদুর রহমান সাহেব বলেন, তিনি জামাতের একজন নিষ্ঠাবান ে সবক ছিলেন এবং আমরা সর্বদা তাকে সেবার জন্য প্রস্তুত পেয়েছি। কোনো কাজের জন্য ডাকা হলে সাথে সাথে লাব্বাইক বলতেন। জলসা সালানা ও অন্যান্য সাংগঠনিক ইজতেমায় অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতেন। তিনি তার কাজের প্রতি এতটা নিবেদিত ছিলেন যে, লোকেরা তাকে ছোট মুয়াল্লেম হিসেবে ডাকতেন। অনেক মুয়াল্লেমও ওয়াকফের চেতনায় ততটা কাজ করেন না যতটা তিনি করতেন। যখন সেনাবাহিনীতে তার চাকরী হচ্ছিল না, তখন তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন যে আমার কোনো কাজ নেই। আমি গরিব, আমি কীভাবে জামাতের উন্নতিতে অংশ নিতে পারি? কিন্তু যখন তার চাকরী হল, তখন নিয়মিতভাবে চাঁদা প্রদান শুরু করেন। জামাতের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। যেখানেই তার বদলি হতো, সেখানেই প্রথমে তিনি জামাতের সেন্টার বা মসজিদ খুঁজে বের করতেন এবং নিয়মিত জুমআর নামাযে অংশগ্রহণ করতেন।

শোকসন্তপ্ত পরিবারে মাতা, স্ত্রী ছাড়াও একজন পুত্র এবং দুইজন কন্যা রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন।

(প্রকাশিত: আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ এপ্রিল, ২০২৬)

আপনি কি প্রত্যহ এই দোয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করেন?

দুইশতবার দরূদ শরীফ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ

অনুবাদ: পবিত্র আল্লাহ্, তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্র; পবিত্র আল্লাহ্, যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ্, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

(Holy is Allah and worthy of all praise. Holy is Allah,the Great. O Allah! bestow Your blessings on Muhammadsa and on the people of Muhammad sa.)

একশতবার 'আসতাগফিরুল্লাহ্'

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অনুবাদ: আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি আমার পালনকর্তা, এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে তাঁরই দিকে ফিরে যাচ্ছি।

নিম্নোক্ত দোয়াটি একশতবার

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অনুবাদ: হে আমার প্রভু, সমস্ত কিছুই তোমার দাস; অতএব হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা কর এবং আমাকে সাহায্য কর।

(O my Lord! Everything serves You. So, O my Lord, protect me and help me and have mercy on me.)

জামিয়া আহমদিয়া কাদিয়ানে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

জামিয়া আহমদিয়া কাদিয়ান হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত সেই পবিত্র প্রতিষ্ঠান, যেখান থেকে এখন পর্যন্ত শত শত আলেম ও মুবাল্লিগ স্নাতক হয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করছেন। সাইয়্যেদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীজ)ও বহুবার আহমদী ছাত্রদের এই পবিত্র দ্বীনি প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জামাআতের সেবায় আত্মনিয়োগ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

অতএব, হুযূরের নির্দেশনার আলোকে অধিক সংখ্যক ওয়াক্ফে নও এবং অনওয়াক্?ফে নও ছাত্রদের উচিত জামিয়া আহমদিয়ায় ভর্তি হয়ে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা এবং জামাআতের সেবার জন্য নিজেদেরকে পেশ করা।

হুযূর (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীজ)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছর জামিয়া আহমদিয়ায় ১লা এপ্রিল থেকে 'সাত বছর মেয়াদি মুরব্বি কোর্স, স্বল্প মেয়াদি মুয়াল্লিম কোর্স এবং মাদরাসাতুল হিফয'-এর জন্য ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে।

অতএব, যেসব ছাত্রের ম্যাট্রিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাসমূহ সম্পন্ন হয়েছে এবং যারা জামিয়া আহমদিয়া বা শর্ট টার্ম মুয়াল্লিম কোর্সে ভর্তি হতে ইচ্ছুক, তারা 'শাখা ওয়াক্ফে নও ভারত' অথবা 'নাযারত তালীম'-এর সাথে যোগাযোগ করুন এবং যত দ্রুত সম্ভব জামিয়া আহমদিয়ার ভর্তি ফরম পূরণ করে 'দফতর ওয়াক্ফে নও ভারত (নাযারত তালীম)'-এ পাঠিয়ে দিন।

ভর্তির জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি রয়েছে:

(১)ম্যাট্রিক পাস ছাত্রের জন্য বয়সসীমা ১৭ বছর এবং উচ্চমাধ্যমিক পাস ছাত্রের জন্য ১৯ বছর। হাফেজ ছাত্রদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বয়সসীমায় শিথিলতা দেওয়া যেতে পারে।

(২) জামিয়া আহমদিয়ায় ভর্তির জন্য 'ন্যাশনাল ক্যারিয়ার প্ল্যানিং কমিটি ওয়াক্ফে নও ভারত' ছাত্রদের সাক্ষাৎকার ও লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং জামিয়ার জন্য নির্বাচন করবে। লিখিত পরীক্ষায় কুরআন মাজীদ, ইসলাম, আহমদিয়াত, দ্বীনি জ্ঞান, উর্দু, ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্ন থাকবে।

(৩) লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারে উত্তীর্ণ ছাত্রদের নূর হাসপাতাল কাদিয়ান থেকে মেডিকেল টেস্ট নেওয়া হবে। লিখিত পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার ও মেডিকেল টেস্টে উত্তীর্ণ ছাত্রদের হুযূরের অনুমোদনক্রমে জামিয়া আহমদিয়ায় ভর্তি দেওয়া হবে।

(৪)একইভাবে বিবাহিত ওগ্র্যাজুয়েট বন্ধুদের জন্য শর্ট টার্ম মুয়াল্লিম কোর্সের মেয়াদ আড়াই বছর নির্ধারিত, যাতে দুই বছর (২৪ মাস) শিক্ষা কার্যক্রম এবং ৬ মাস প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে মাধ্যমিক /উচ্চমাধ্যমিক পাস এবং আন্ডারগ্র্যাজুয়েটদের জন্য মুয়াল্লিম কোর্সের মেয়াদ সাড়ে তিন বছর নির্ধারিত, যাতে ৩ বছর শিক্ষা কার্যক্রম এবং ৬ মাস প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত।

(৫) ডাকযোগে ভর্তি ফরম সংগ্রহের জন্য ঠিকানা:

qdnwaqfenau@gmail.com

WAQF-E-NAU DEPARTMENT (NAZARAT TALEEM)

Darul Balagh, CIVIL LINE,QADIAN

(১১ পাতার পর.....)

সৎপথে অবিচল থাকতে এবং শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে, আর এখন আমি আগের চেয়েও বেশি চেষ্টা করব।"

একজন অতিথি Pamela Englander নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন: "হুযূরের কথাগুলো ছিল চিরন্তন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বার্তা ছিল সবার জন্য।"

একজন অতিথি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন: "আহমদিয়া ইমামকে দেখলেই স্বয়ং শান্তির একটি ধারণা সৃষ্টি হয়, যা আমি মেলবোর্নে প্রত্যক্ষ করেছি।"

আরেকজন অতিথি বলেন: "আপনার নৈতিক মূল্যবোধগুলো আমার খুব পছন্দ হয়েছে এবং আমি আশা করি সব অস্ট্রেলিয়ানই এই মূল্যবোধগুলো গ্রহণ করবে।"

আরেকজন অতিথি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন: "খলীফাতুল মসীহের বক্তব্য আমাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। এই কথাগুলো ছিল প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। আমি মনে করি, এমন প্রজ্ঞার মাধ্যমে পৃথিবী শান্তির জন্য একটি উৎকৃষ্ট স্থানে পরিণত হতে পারে।"

হুযূর আনওয়ার আইদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আযীযের এই বক্তব্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। প্রত্যেকেই এ কথা না বলে থাকতে পারেননি যে, আজ হুযূর আনওয়ার আইদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আযীয যে বক্তব্য প্রদান করেছেন, সেটিই বিশ্বের জন্য শান্তির নিশ্চয়তা। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে যদি কোনো সত্তা গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে শান্তির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে, তবে তিনি হলেন জামাআতে আহমদিয়ার খলীফা; আর আজ বিশ্বের শান্তি আহমদিয়া জামাআতের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত।

সফর বৃত্তান্ত (অস্ট্রেলিয়া, ২০১৩)

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ "একটি সুস্পষ্ট নীতি হলো, যদি কোনো দেশ অত্যাচার বা অবিচার করে, তাহলে প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রথম দায়িত্ব হলো হস্তক্ষেপ করে সেই অবিচার বন্ধ করা। কয়েক মাস আগে সিরিয়ার পরিস্থিতি উন্নয়নের বিষয়ে ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট একটি অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, বড় শক্তিগুলো সিরিয়ার প্রতিবেশী আরব দেশগুলোকে অস্ত্র ও সহায়তা দিতে পারে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোনো উদ্যোগে আরব বাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তিনি আরও বলেছিলেন যে, যদি পশ্চিমা ও অনারব বাহিনী সরাসরি এতে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে বিশ্বশান্তি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নিঃসন্দেহে এই ধারণাটি সম্পূর্ণ সঠিক যে সিরিয়ার ওপর আক্রমণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ হতে পারে। দুটি বড় প্রতিদ্বন্দ্বী জোট গড়ে উঠবে–বাস্তবে তা ইতোমধ্যেই গড়ে উঠেছে। আমরা জানি যে রাশিয়া, চীন এবং তাদের কিছু মিত্র দেশ সিরিয়ার সরকারকে সমর্থন করছে। আমি যেমন বলেছি, বৈশ্বিক যুদ্ধের একটি মারাত্মক আশঙ্কা রয়েছে, এবং যদি আমরা তা এড়াতে চাই, তাহলে নীতিনির্ধারকদের অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও গভীর চিন্তাভাবনার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ"এমন পরিস্থিতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম কী শিক্ষা প্রদান করে?

সূরা হুজুরাতের ১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

'আর যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করে, তবে যে দল সীমালঙ্ঘন করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না সে আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি সে ফিরে আসে, তবে উভয়ের মধ্যে ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করে দাও এবং ইনসাফ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।'

আর এটিই ছিল সেই পদ্ধতি যা সিরিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর গ্রহণ করা উচিত ছিল, যাতে তারা সিরিয়ার সরকার ও বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারত। দুঃখের বিষয় হলো, শুরু থেকেই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়নি, আর এর ফলস্বরূপ হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ "বাস্তবে অঞ্চলটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একত্রিত হয়ে চেষ্টা করা ছিল অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (OIC)–এর দায়িত্ব। কিন্তু নিজেদের দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে মুসলিম দেশগুলো বাইরের পশ্চিমা শক্তিগুলোকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে–অথবা হয়তো পশ্চিমা দেশগুলো নিজেরাই নিজেদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এর চূড়ান্ত ফল কী হবে? আমরা বাস্তবেই এর প্রভাব প্রকাশ পেতে দেখছি, কারণ দুটি বিরোধী জোট গড়ে উঠেছে এবং উভয়ের সহানুভূতি ভিন্ন ভিন্ন দিকে রয়েছে। এই বিভক্তি ধীরে ধীরে আমাদের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ প্রান্তসীমার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ "আমি যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা উল্লেখ করেছি, তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে বিরোধপূর্ণ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার সব প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রকৃত ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে হতে হবে। এমন যেন না হয় যে, যাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা সরকার পরিবর্তনকেই শান্তির জন্য অপরিহার্য শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করে, এবং পরে সরকার পরিচালনার ক্ষমতা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেয়।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ "যদি অবিচারকারী পক্ষ তার নাগরিকদের অধিকার আদায় করতে সম্মত হয় এবং তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত হয়, তাহলে যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আসে তাদের উচিত নয় অন্যায় ও ভিত্তিহীন শর্ত আরোপ করা। তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত বা অসম শক্তি প্রয়োগ করা উচিত নয়, কারণ এতে পরিস্থিতি আরও খারাপ ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, যখন কোনো মধ্যস্থতাকারী পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত পক্ষগুলোর মধ্যে মীমাংসা করবে, তখন তাকে নিরপেক্ষভাবে এবং প্রকৃত ন্যায়বিচারের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে তা করতে হবে।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ "আমি যে শিক্ষাগুলোর কথা বলেছি, সেগুলো নিঃসন্দেহে ইসলামের সত্য ও সুন্দর শিক্ষা। মুসলমানরা যদি এই নির্দেশনার ওপর আমল করত, তাহলে আমরা জনগণের মধ্যে অস্থিরতা দেখতে পেতাম না, কারণ অস্থিরতা তখনই সৃষ্টি হয় যখন কারো ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়। যেখানে সমতার সোনালি নীতিমালার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং যেখানে সকল মানুষের অধিকার আদায় করা হয়, সেখানে কেবল শান্তি ও সম্প্রীতিই দেখা যায়।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ "একে অপরের অধিকার আদায় সম্পর্কে ইসলাম আরও অনেক সুস্পষ্ট শিক্ষা প্রদান করেছে, কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে এখানে সেগুলো সব উল্লেখ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এখানে আমি এই কথা বলতে চাই যে পবিত্র কুরআন যে সোনালি নীতিটি বর্ণনা করেছে, তা শুধু মুসলমানদের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি চিরন্তন সত্য যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায়বিচার প্রাধান্য পাওয়া অপরিহার্য। দুর্ভাগ্যবশত, যখন পরাশক্তিগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে অন্যান্য দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তখন তারা প্রয়োজন অনুযায়ী বা সূক্ষ্ম দিকগুলোতে ন্যায়বিচারের দাবিগুলো পূরণ করে না।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় আমি সেখানকার শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের উদ্দেশে বক্তব্য দিয়েছিলাম এবং তাদের স্পষ্টভাবে বলেছিলাম যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের কোনো কার্যক্রম বা নীতিই কখনো সফল হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সকল ব্যক্তিগত স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ না করা হয় এবং নিঃস্বার্থভাবে ন্যায়বিচারের দাবিসমূহ পূরণ না করা হয়। এ কারণেই পবিত্র কুরআন অন্য এক স্থানে নির্দেশ দিয়েছে যে, সর্বাবস্থায় ন্যায়বিচারের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে, যদিও তা নিজের বিরুদ্ধে অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়ই হোক না কেন।

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ: সুতরাং আমি বলতে চাই যে, ন্যায়বিচার ও সমতার ভিত্তিতে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা বৃহৎ শক্তিগুলো এবং জাতিসংঘের দায়িত্ব। যেখানে দুই পক্ষ বা দুই জাতির মধ্যে বিরোধ রয়েছে, সেখানে সকল প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত তাদেরকে একে অপরের অধিকার আদায়ের প্রতি মনোযোগী করা। যখন কোনো শান্তিচুক্তি বা সমঝোতা সম্পন্ন হয়ে যায়, তখন না বৃহৎ শক্তিগুলোর এবং না জাতিসংঘের উচিত কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা গোষ্ঠীর মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করা।

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ তাঁর সহায় হোন, বলেছেন: যদি আমরা ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিই, তাহলে দেখতে পাই যে লীগ অব নেশনস শুধুমাত্র এ কারণেই তার উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হয়েছিল যে, তারা এসব ঘোষিত নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় লীগ অব নেশনসের চরম ব্যর্থতাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের জন্ম দিয়েছিল।

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ তাঁর সহায় হোন, বলেছেন: একইভাবে, যদি আমরা বর্তমান সময়ের দিকেও তাকাই, তাহলে স্পষ্ট হয় যে জাতিসংঘের যে ভূমিকা পালন করা উচিত ছিল, তা তারা পালন করছে না এবং বহু বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করছে। আরও তাৎপর্যের বিষয় হলো, বৃহৎ শক্তিগুলোর নেতারা প্রকাশ্যেই এর কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং বলে যে, তাদের জাতিসংঘের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই এবং তারা যেমন ইচ্ছা তেমন কাজ করার অধিকার রাখে। তারা বলে যে, যদি তারা সিরিয়ার ওপর আক্রমণ করতে চায়, তাহলে তারা তা করতে স্বাধীন। তাদের জানা উচিত যে, হাজার হাজার মাইল দূরে বসে অন্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠার নাম করে ন্যায়বিচারের নীতিকে উপেক্ষা করে নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপ নিশ্চিতভাবেই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেবে। এমন পদক্ষেপের কারণে সকল মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পৃথিবী এখন একত্রিত হয়ে একটি বৈশ্বিকগ্রামে পরিণত হয়েছে, সুতরাং এ ধরনের বিশৃঙ্খলা সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তা সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করবে।

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আজীয, বলেছেনঃ এ কারণেই আমি বারবার বলে আসছি যে, বিশ্বকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যদি এমন যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহলে শুধু রাসায়নিক অস্ত্রের বিপদই থাকবে না, বরং প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে যে পারমাণবিক অস্ত্রও ব্যবহৃত হবে। পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব এবং এর প্রভাব আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পর্যন্ত অনুভূত হতে থাকবে। অতএব, আমি এই দেশের সকল প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে–তারা রাজনীতিবিদ, বিশিষ্ট ব্যক্তি অথবা চিন্তাবিদ যেই হোন না কেন–অনুরোধ করছি যেন তারা এ বিষয়টি উপলব্ধি করেন। যেহেতু অস্ট্রেলিয়াও বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর একটি, তাই তাদের উচিত বর্তমান অশান্তি ও অবিচারের পরিবেশকে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশে রূপান্তরিত করার জন্য নিজ নিজ ভূমিকা পালন করা। কতই না ভালো হতো যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

এবং আপনাদের জন্য দোয়া করত, আপনাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের কারণে আপনাদের নিন্দা ও সমালোচনা না করত।

হযরত আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ তাঁর সহায় হোন, বলেছেন: পরিশেষে, আমি আবারও আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই যে, আপনারা সময় বের করে এবং প্রচেষ্টা করে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আমার কথা শুনেছেন।

আল্লাহ আপনাদের সকলের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

হযরত খলীফাতুল মসীহ পঞ্চম, আল্লাহ তাঁর সহায় হোন, বক্তব্য শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই সকল অতিথি দাঁড়িয়ে যান এবং বেশ কিছুক্ষণ ধরে করতালি দিতে থাকেন।

হুযূর আনোয়ার, আল্লাহ তাঁর সহায় হোন, এর বক্তব্য সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত চলতে থাকে। এরপর হুযূর উপস্থিত সবাইকে নিয়ে নীরব দোয়া পরিচালনা করেন। তারপর কর্মসূচি অনুযায়ী অতিথিদের খাবার পরিবেশন করা হয়।

খাবার তখনও শুরু হয়নি, এমন সময় একজন অস্ট্রেলিয়ান অতিথি জন বেলাভান্স সাহেব, যিনি ইন্টারন্যাশনাল পিস ফেডারেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, হুযূরের সাক্ষাৎ লাভের জন্য উপস্থিত হন। হুযূরের সঙ্গে মোসাফাহার সৌভাগ্য লাভের সময় তিনি হুযূরের মুবারক হাতে চুম্বন করেন। হুযূর স্নেহবশত তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করেন।

ডিনারের পর সকল অতিথি একে একে হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মোসাফাহার সৌভাগ্য লাভ করেন। পার্লামেন্ট সদস্য এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য নিজেদের পালার অপেক্ষায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রত্যেকেই অনুরোধ করে হুযূরের সঙ্গে ছবি তুলেন। হুযূর স্নেহবশত প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন। প্রত্যেকেই এ সাক্ষাৎকে নিজেদের জন্য এক বিরাট সৌভাগ্য মনে করছিলেন। কেউ কেউ তো অনুরোধ করে দুই-তিনটি ছবিও তুলেছিলেন।

পার্লামেন্ট সদস্য এবং মেয়রগণও অনুরোধ করে দলগতভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ পঞ্চম, আল্লাহ তাঁর সহায় হোন, এর সঙ্গে ছবি তুলেন।

আর্মির মেজর জেনারেল পল ম্যাকলাচলান সাহেব তো দুই-তিনটি ভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে হুযূরের সঙ্গে ছবি তুলেছিলেন।

যে অতিথিই এসেছেন, তিনি হুযূরের বরকতময় সত্তা থেকে আধ্যাত্মিকভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং প্রত্যেকেই হুযূরের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর বক্তব্য দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছেন।

অনুষ্ঠান শেষে প্রায় রাত ১০টার সময় সেখান থেকে রওয়ানা হওয়া হয় এবং রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে হযরত খলীফাতুল মসীহ পঞ্চম, আল্লাহ তাঁর সহায় হোন, মেলবোর্ন আহমদিয়া সেন্টারে ফিরে আসেন। সেখানে হুযূর মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে আদায় করান। নামাজের পর হুযূর নিজ আবাসিক অংশে তশরিফ নিয়ে যান।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের অনুভূতি

এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আগত অতিথিগণ নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ না করে থাকতে পারেননি।

পার্লামেন্ট সদস্য জুডিথ গ্রেলি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন:

"আজ খলীফাতুল মসীহ যে বার্তা দিয়েছেন, তা ধর্মের উর্ধ্বে। এটি মানবতার বার্তা। এখন আমাদের সবারই এ বার্তাকে গ্রহণ করা উচিত। শান্তি, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা এবং মানবসেবা-এসব গুণের কথাই আজ খলীফাতুল মসীহ বলেছেন। আমাদের এ গুণগুলোই গ্রহণ করতে হবে। আমি জানি যে আহমদী নারীরা শুধু এ বার্তা প্রচারই করছেন না, বরং বাস্তব জীবনেও তা অনুসরণ করছেন। আমি এটাও জানি যে আহমদী শিশুরা ভদ্র, শিক্ষিত এবং অত্যন্ত মার্জিত আচরণের অধিকারী। সুতরাং আমাদের সকলেরই এ গুণগুলো গ্রহণ করা উচিত।"আর্মি প্রধানের প্রতিনিধি মেজর জেনারেল পল ম্যাকলাচলান নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন:

"আজ আমি আর্মি প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডেভিড মরিসনের প্রতিনিধিত্ব করছি। খলীফাতুল মসীহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার জন্য বিরাট সম্মানের বিষয়। হুযূরের বক্তব্য অত্যন্ত প্রভাববিস্তারকারী ছিল এবং তিনি বর্তমান পরিস্থিতির অত্যন্ত গভীর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। আহমদিয়া জামাতের চরিত্র ও ঐতিহ্য অস্ট্রেলিয়ান মূল্যবোধের খুব কাছাকাছি। আর জামাতের এই মূলমন্ত্র-'সবার জন্য ভালোবাসা, কারও প্রতি ঘৃণা নয়'-এমন একটি বার্তা, যা আজ প্রত্যেকের দৃঢ়ভাবে ধারণ করা উচিত। এটিই শান্তির নিশ্চয়তা।"

কেসি মাল্টিফেইথ নেটওয়ার্কের প্যাম মামুনি বলেন:

"আজকের অনুষ্ঠানটি আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে। হুযূরের বক্তব্য আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আজ হুযূরের বক্তব্য শুনে আমি বুঝতে পেরেছি কেন খলীফাতুল মসীহকে বিশ্বশান্তির দূত হিসেবে পরিচিত করা হয়। যদি অন্যান্য মুসলিম নেতারাও এমন হতেন, তাহলে আজ পৃথিবীতে সর্বত্র শান্তিই বিরাজ করত।"

সিটি অব নক্সের কাউন্সিলর টনি হল্যান্ড নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন:

"খলীফাতুল মসীহের বক্তব্য ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী। আপনি বিশ্বের সমস্যাগুলোর সমাধান উপস্থাপন করেছেন এবং ভবিষ্যতের বিপদ সম্পর্কেও সতর্ক করেছেন। এই বক্তব্য আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে।"

চ্যানেল ৩১-এর প্রতিনিধি নর্ম কারি বলেন:

"আজকের সন্ধ্যা ছিল অত্যন্ত প্রভাববিস্তারকারী। হুযূরকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন আজ মেলবোর্নে শান্তি নেমে এসেছে। চারদিকে শান্তি, প্রশান্তি এবং হাসির পরিবেশ ছিল। আমি স্পষ্টভাবে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, পুরো আহমদিয়া জামাতই অত্যন্ত প্রভাববিস্তারকারী। চার্চ অব জিজাস ক্রাইস্টের মারে লবলেই নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন:

"হুযূরের বক্তব্য ছিল অত্যন্ত চমৎকার এবং গভীরভাবে হৃদয়গ্রাহী। আজকের বক্তব্য শুনে আমার মনে সবচেয়ে বেশি যে অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে তা হলো-হুযূর একজন বিশ্বব্যক্তিত্ব, যিনি সারা বিশ্বে শান্তির শিক্ষা প্রচার করছেন। হুযূর যেভাবে অত্যন্ত সহজ ভাষায় শান্তির বিষয়টি তুলে ধরেছেন, তা প্রত্যেক অস্ট্রেলিয়ান সহজেই বুঝতে পারে। আজ এ হলে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ের আওয়াজ ছিল যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হলো ভালোবাসা। খুবই ভালো হবে যদি আমরা সবাই হুযূরের এ বার্তা নিজেদের নিজ নিজ কমিউনিটিতে নিয়ে যাই।"

একজন অতিথি বলেন: "আমি এবং আমার স্ত্রী গত আঠারো বছর ধরে সত্যের সন্ধানে আছি, আর আজ রাতে আমরা যা শুনেছি তা সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। খলীফাতুল মসীহের বক্তব্য ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ বার্তা। এখন শুধু একটি কাজ বাকি-আমাদের সকলের উচিত এর ওপর আমল করা এবং এ বার্তাকে নিজেদের হৃদয়ে স্থান দেওয়া। খলীফাতুল মসীহ শুধু এটিই বলেননি যে কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, বরং এটিও বলেছেন যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হলে কী ঘটতে পারে। আজ যখন আমি হুযূরের সঙ্গে মোসাফাহা করেছি এবং তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েছি, তখন আমি এতটাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম যে কিছুই বলতে পারিনি। এটি ছিল আমার জীবনের অন্যতম বিশেষ মুহূর্ত।"

এবিসি চ্যানেলের সাংবাদিক মার্গারেট কফি নিজের অনুভূতি এভাবে প্রকাশ করেন:

"আজকের অনুষ্ঠানটি ছিল অসাধারণ। আজ আমরা সবাই খলীফাতুল মসীহের প্রজ্ঞা থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি। হুযূরের এ অনুষ্ঠান আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আপনি স্পষ্টভাবেই দেখতে পারেন যে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে খলীফাতুল মসীহ কতটা উদ্বিগ্ন, আর সেই উদ্বেগ তাঁর কথার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে।"

এবিসি রেডিও চ্যানেলের একজন প্রতিনিধি মার্গারেট কফি বলেন:

"আজ হুযূরের বক্তব্য ছিল অত্যন্ত পরিমিত, ভারসাম্যপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক এবং বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটি ছিল একজন নেতার ভাষণ। এটি ছিল অত্যন্ত সচেতন ও নীতিনিষ্ঠ বক্তব্য। এ ভাষণ আমাদের চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে।"

ট্রোব ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর ডায়ালগের ডেপুটি ডিরেক্টর মি. মাইকেল নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন:

"আজ ছিল এক অসাধারণ উপলক্ষ। আমি খলীফাতুল মসীহের মুখ থেকে এক অত্যন্ত সুন্দর শান্তির বার্তা শুনেছি এবং তা শুনেছি একজন অসাধারণ বিশ্বনেতার কাছ থেকে। আজ এই হলে, যেখানে আমরা সবাই বসেছিলাম, এমন অনুভূতি হচ্ছিল যেন এটি এক সুন্দর পৃথিবী যা আমাদের সবার, আর এখানে এখন শুধু শান্তির জন্যই জায়গা রয়েছে, ঘৃণার জন্য কোনো স্থান নেই।"

মেট্রোপলিটন ফায়ার ব্রিগেডের একজন সিনিয়র অফিসার ডোনা হুইটলি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন:

"খলীফাতুল মসীহের বক্তব্য আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। খলীফাতুল মসীহের বক্তব্য এবং তাতে উত্থাপিত বিষয়গুলো এমন, যা প্রত্যেক মানুষের মন স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করে। এখন আমাদের উচিত হুযূরের আজকের বক্তব্য আরও ছড়িয়ে দেওয়া। পুরো বক্তব্যটিই ছিল শান্তি ও ভালোবাসার ভাষণ।"

পার্লামেন্ট সদস্য অনারেবল মারিয়া ভামভাকিনু নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন:

"আজ খলীফাতুল মসীহের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আপনি শান্তির একজন পতাকাবাহক, যিনি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত আন্তরিক। খলীফাতুল মসীহের আমাদের দেশ অস্ট্রেলিয়ায় আগমন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তিনি একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। আর আজ আপনার বক্তব্য আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে।"

একজন মহিলা অতিথি অ্যাড্রিয়েন গ্রিন বলেন:

"আমি অত্যন্ত গর্ব অনুভব করছি যে আজ আমি এমন একটি চমৎকার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। খলীফাতুল মসীহের বক্তব্য ছিল মুগ্ধকর, আর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে তাঁর যে ব্যথা ও উদ্বেগ রয়েছে তা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আজ আমি খোলাখুলিভাবে বলছি যে আমি আপনাদের মূল্যবোধকে অত্যন্ত ভালোবাসি এবং আমি চাই যে আমার দেশ অস্ট্রেলিয়ার মানুষ এসব মূল্যবোধ আরও দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করুক। আমি চাই আপনি অবশ্যই আপনার বার্তা সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। এটি এমন এক শক্তিশালী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা, যা দ্রুত পৌঁছে দেওয়া উচিত। আমাদের এর প্রয়োজন আছে।"

(এরপর তিনি বলেন, "আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছি এবং আমার চোখে অশ্রু চলে এসেছে।")

অস্ট্রেলিয়ায় সিয়েরা লিওন কমিউনিটির প্রতিনিধি মোহাম্মদ কোনেহ বলেন:

"আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে খলীফাতুল মসীহকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। আমি আপনাদের বলছি যে অস্ট্রেলিয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যবান দেশ যে খলীফাতুল মসীহ এখানে এসেছেন। আমার দোয়া হলো, খলীফাতুল মসীহের এ বরকত যেন বারবার এ দেশের ভাগ্যে জোটে।"

...Knox সিটির কাউন্সিলর Collin Ross নিজের অনুভূতি এভাবে ব্যক্ত করেন: "আজ হুযূর আনওয়ারের বক্তব্য অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। আজকের বক্তব্য থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আপনি সেই কথারই প্রচার করেন যা প্রকৃতপক্ষে আপনার ধর্ম-অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। খলীফাতুল মসীহ একেবারে সঠিক বলেছেন যে, শান্তির পথে সমস্যার সমাধানই প্রকৃতপক্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়। আমাদের এই দেশ অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস দুইশ' বছরের পুরোনো। অর্থাৎ অনড়ৎরমরহধষ জনগোষ্ঠী, যারা এই ভূমির প্রকৃত অধিবাসী, তাদের ছাড়া বাইরের লোকেরা মাত্র দুইশ' বছর আগে এখানে এসেছে। আজ একজন ধর্মীয় নেতাকে এত সুন্দর ও মহান বার্তা দিতে দেখে মনে হয়েছে যেন অস্ট্রেলিয়ায় এক নির্মল সতেজ বাতাসের ঝলক এসেছে। আজ এখানে বিভিন্ন কমিউনিটি, বিভিন্ন ক্ষেত্র ও সংগঠনের লোকজনের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, আহমদিয়া জামাআত এমন একটি জামাআত যার দরজা সব ধর্ম ও সব জাতির জন্য উন্মুক্ত। আমি আমার স্ত্রীকেও এ কথাই বলেছিলাম যে, আহমদিয়া জামাআতের সদস্যদের অন্তরের আন্তরিক ভালোবাসা তাদের মুখমণ্ডল ও অনুভূতিতে প্রতিফলিত হয়। কতই না ভালো হতো যদি এই আহমদিয়া কমিউনিটি আরও বেশি বাইরে বেরিয়ে এসে বহু মানুষের কাছে তাদের শান্তি ও ভালোবাসার বার্তা পৌঁছে দিত।"

বেলজিয়ামের কনসাল জেনারেল Geoff Polard নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন: "খলীফাতুল মসীহের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ইতিবাচক ও প্রভাবশালী ছিল। বিশ্বশান্তির জন্য আমাদের সবাইকে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। আজ যেমন আমার মতো একজন অমুসলিম একটি মুসলিম অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে, তেমনিভাবে আমরা সবাই একে অপরের নিকটবর্তী হতে পারি। আমি যখন ইন্টারনেটে আহমদিয়া জামাআত সম্পর্কে গবেষণা করলাম, তখন জানতে পারলাম যে, এই আহমদী মুসলমানরাই অন্যান্য সব মুসলমানদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি শান্তিকামী এবং বিশেষ করে বৈশ্বিক বিষয়ে শান্তির আকাঙ্ক্ষী। আর আমি ওয়েবসাইটে থাকা সমস্ত আহমদিয়া বিষয়বস্তু অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে পড়েছি।"

অতিথিদের মধ্যে একজন ছিলেন Inga Peulich। তিনি পার্লামেন্টের সদস্য এবং তাঁর সম্পর্ক বসনিয়ার সঙ্গে। তিনি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন: "সম্মানিত খলীফা কতই না স্নেহময়, মহান ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিত্ব। আমরা শুধু বিশ্বের বিষয়াদি নিয়েই কথা বলিনি, বরং আমি এই সৌভাগ্যও পেয়েছি যে, আমি আপনার পরিবার, নাতি-নাতনি ও দাদা-দাদির সম্পর্কেও জানতে পেরেছি। আমি জানতে পারলাম যে, আপনি সি-ফুড পছন্দ করেন। আমি শুধু এই ইচ্ছাই করতে পারি যে, এই সংবর্ধনার আয়োজন যদি মেলবোর্নের কোনো ভালো সি-ফুড রেস্তোরাঁয় হতো, তাহলে হুযূর খাবারও উপভোগ করতেন। যাই হোক, আমি এই ইচ্ছা পোষণ করি যে, হুযূর আবার ভিক্টোরিয়ায় আগমন করুন, যাতে আমি ও অন্যান্য পার্লামেন্ট সদস্যবৃন্দ তাঁর আতিথেয়তা করতে পারি এবং তাঁকে সরাসরি আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেওয়ার অনুরোধ করতে পারি।"

এই অনুষ্ঠানে একজন মহিলা ফায়ার অফিসারও উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন: "লন্ডন থেকে এত দীর্ঘ সফর করে অস্ট্রেলিয়ায় আসার কোনো অর্থই হতো না যদি প্রকৃত অবস্থা ও সত্য কথা না বলা হতো। হুযূর একেবারে সত্য বলেছেন যে, বর্তমানে বিশ্ব প্রকৃত বিপদের সম্মুখীন। আমি আশা করি বিশ্ব এই বার্তাটি শুনবে। আমি এটাও বলতে চাই যে, মেলবোর্নের জন্য এটি এক বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় যে, এমন উচ্চমানের ব্যক্তিত্ব এখানে আগমন করেছেন। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আহমদিরা তাদের খলীফাকে কতটা ভালোবাসে।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিতদের মধ্যে একজন পাকিস্তানি বিশ্লেষক Rashid Sultan-ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন: "হুযূরের বক্তব্য সবদিক থেকেই পরিপূর্ণ ছিল। কাশ! আপনি আরও কিছুক্ষণ বক্তব্য দিতেন। আপনার বক্তব্যের সারকথা ছিল এই যে, পৃথিবীতে ন্যায়বিচারের লঙ্ঘনের কারণেই শান্তি নেই। এটি ছিল এক অসাধারণ বিশ্লেষণ। আমি এটাও বলতে চাই যে, এই অনুষ্ঠানের যে মর্যাদা ও গাম্ভীর্য ছিল, আমি অন্য কোনো অনুষ্ঠানে তা কখনো দেখিনি।"

এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সোমালিয়ার কনসাল জেনারেলও উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন: "এই বক্তব্য মনকে আলোকিত করার মতো ছিল। আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে প্রতিটি শব্দ শুনেছি।"

কুয়েতের Ghalib Jaber নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন: "আরব বসন্ত সম্পর্কে হুযূরের বিশ্লেষণে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। বক্তব্যের সময় আপনি অত্যন্ত নির্ভীক মনে হচ্ছিলেন, কিন্তু আপনি যা কিছু বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্যভিত্তিক ছিল। আমি কল্পনাও করিনি যে বিশ্লেষণ এতটা পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্ট হবে।"

উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান যুগে রাশিয়ার শক্তি আছে, আমেরিকার শক্তি আছে, ইংল্যাণ্ডের শক্তি আছে। এরপর আরও ফ্রান্স, ইতালি এবং জার্মানের শক্তি আছে। উপনিবেশগুলোর মাঝে অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার শক্তি আছে। জাপানও মাথা উঁচু করছে। কিন্তু অর্থ-সম্পদ, যুদ্ধোপকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প-কারখানা প্রভৃতির দিক দিয়ে কোন ইসলামী দেশ বা ইসলামী দেশসমূহের সংগঠন এমন আছে কি যাকে আমরা এই শক্তিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপস্থাপন করতে পারব? এমন কোন ইসলামী দেশ আছে কি যে এ কথা বলতে পারবে, এই দেশগুলোর কাছে যদি এতগুলো কামান থাকে তবে আমার কাছেও এতগুলো কামান আছে, তাদের কাছে যদি গোলাবারুদ থেকে থাকে তবে আমার কাছেও গোলাবারুদ আছে, তাদের কাছে যদি যুদ্ধোপকরণ থেকে থাকে তবে আমার কাছেও যুদ্ধোপকরণ আছে, তাদের কাছে যদি শিল্প-কারখানা থাকে তবে আমার কাছেও শিল্প-কারখানা আছে, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যদি বিস্তৃত হয়ে থাকে তবে আমার ব্যবসা-বাণিজ্যও বিস্তৃত। মুসলমানদের শক্তিমত্তা সেই রাষ্ট্রসমূহের বিপরীতে ময়দায় লবনের উপস্থিতির মতোও না। অতএব মুসলিম ঐক্যের বিষয়ে বক্তৃতা করার জন্য এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা আবশ্যক যে, মুসলমানদের মাঝে ঐক্য কীভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে যাতে তারা শক্তিশালী হয়ে উঠবে আর তাদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে।

এই অনুষ্ঠানে বাহাই ধর্মের অনুসারী Murray Davies-ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইন্টারফেইথ কাউন্সিলের প্রধান। নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন: "এটি ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী বক্তব্য। আপনার বক্তব্য আলোচনার গুরুত্বকে তুলে ধরেছে এবং আমি মনে করি এটাই সেই বার্তা যা আপনি দিতে চেয়েছেন। কারণ আমরা সবাই ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাই আমাদের একে অপরের সঙ্গে পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।"

একটি সেকেন্ডারি স্কুলের প্রিন্সিপাল Roger Page-ও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন: "কী অসাধারণ অনুষ্ঠান ছিল! এটি সত্যিই বিস্ময়কর ছিল যে, যেখানে বাকি মুসলিম বিশ্ব বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন, সেখানে আপনাদের জামাআত এত ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত। সম্মানিত খলীফা যে শান্তির বার্তা দিতে চান তা অত্যন্ত চমৎকার, তবে আজকের পৃথিবীতে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া একটি কঠিন কাজ।"

তাঁকে বলা হয়েছিল যে, আমরা খেলাফতের কারণেই ঐক্যবদ্ধ। এর উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি আগেই বুঝে গিয়েছেন যে এই ঐক্যের মূল কারণ খেলাফতই।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত Karen নামের এক আদিবাসী নারীও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন: "এই বক্তব্য আমার খুব ভালো লেগেছে। তিনি যেভাবে পৃথিবীকে একটি গ্লোবাল ভিলেজ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তা আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে। এই প্রথম আমি পৃথিবীকে এভাবে উপস্থাপন করতে শুনলাম, যা পুরোপুরি বাস্তবতার প্রতিফলন। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, আজ পর্যন্ত আমার জীবনে এমন কোনো অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করিনি। এটি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় ছিল।"

ঐ মহিলার ছেলে Callum-ও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। সে বলল: "আজকের সন্ধ্যাটি আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি এখানে এসে অত্যন্ত আনন্দিত। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে আপনি যেভাবে আলোচনা করেছেন এবং স্পষ্টভাবে বলেছেন যে আমেরিকাও এতে প্রভাবিত হচ্ছে, তা আমার খুব ভালো লেগেছে। যেভাবে আপনি অর্থনৈতিক সংকটকে বিশ্বশান্তির সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন, তা ছিল অত্যন্ত চমৎকার। আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।"

আন্তর্জাতিক শান্তি ফেডারেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট John Bellavance-ও এ উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন: "সম্মানিত খলীফা শান্তির রাজপুত্র। আমাদের প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছা যে, আপনি আমাদের কর্মসূচিগুলোতে এসে বক্তব্য দিন। আমরা আপনার সফরের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করব এবং আপনাকে সেই সম্মান প্রদান করব যা আপনার মর্যাদার নেতার প্রাপ্য। আপনার সমস্ত আতিথেয়তার দায়িত্বও আমাদের থাকবে। আমরা চাই যে, জাতিসংঘেও আপনার বক্তব্য হওয়া উচিত।"

...Tracey Florence-ও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন: "হুযূর যা কিছু বলেছেন, আমি ঠিক সেভাবেই বিশ্বাস করি এবং সেভাবেই চলার চেষ্টা করি। আমার ও হুযূরের চিন্তাধারার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমি আগেও চেষ্টা করতাম

(শেষাংশ ৮ পাতায়....)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 28 May 2026 Issue No.22

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

বাইতুল্লাহর হজ্জের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়া

১৮৮৬ সালে যখন হযরত সূফী আহমদ জান সাহেব (রা.) বাইতুল্লাহর হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছিলেন, তখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন:

"এই অক্ষম, অযোগ্য ও তুচ্ছ বান্দার একটি বিনীত আবেদন স্মরণ রাখবেন যে, যখন আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আপনি বাইতুল্লাহর যিয়ারত লাভ করবেন, তখন সেই বরকতময় ও প্রশংসিত স্থানে এই নগণ্য আল্লাহর বান্দার পক্ষ থেকে বিনয় ও দারিদ্র্যের হাত তুলে আল্লাহর দরবারে এই কথাগুলোই নিবেদন করবেন:

'হে সর্বাধিক দয়ালু, সকল দয়াকারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ! তোমার এক বান্দা-অসহায়, অক্ষম, তুচ্ছ, পাপপূর্ণ এবং অযোগ্য গোলাম আহমদ, যে তোমার পৃথিবীর ভারতভূমিতে অবস্থান করছে-তার এই আবেদন: হে সর্বাধিক দয়ালু! তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও এবং আমার অপরাধ ও পাপসমূহ ক্ষমা করো। নিশ্চয়ই তুমি অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আমার দ্বারা এমন কাজ গ্রহণ করাও, যাতে তুমি আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমার এবং আমার নফসের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের ন্যায় দূরত্ব সৃষ্টি করো। আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার প্রতিটি শক্তি এবং যা কিছু আমি লাভ করেছি-সবকিছু তোমারই পথে নিয়োজিত করো। আমাকে তোমারই প্রেমে জীবিত রাখো, তোমারই প্রেমে মৃত্যু দাও এবং তোমার পরিপূর্ণ অনুগামীদের মধ্যে আমাকে পুনরুত্থিত করো।

হে সর্বাধিক দয়ালু! যে কাজের প্রচারের জন্য তুমি আমাকে নিযুক্ত করেছ এবং যে সেবার জন্য তুমি আমার অন্তরে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছ, তা তুমি নিজ অনুগ্রহে পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দাও। এই অক্ষমের হাত দিয়ে ইসলামবিরোধীদের বিরুদ্ধে এবং তাদের সবার বিরুদ্ধে-যারা এখনও ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে অজ্ঞ-ইসলামের প্রমাণ পূর্ণ করে দাও। এই অক্ষম এবং এর সকল বন্ধু, নিষ্ঠাবান, আন্তরিক অনুগামী ও সমমনা সাথীদের তোমার ক্ষমা ও দয়ার দৃষ্টির মাধ্যমে তোমার নিরাপত্তার ছায়াতলে রাখো। দীন ও দুনিয়ায় তুমি নিজেই তাদের অভিভাবক ও দায়িত্বশীল হয়ে যাও। তাদের সবাইকে তোমার সন্তুষ্টির আবাসে পৌঁছে দাও। আর তোমার নবী (সা.) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের ওপর অগণিত দরূদ, সালাম ও বরকত বর্ষণ করো। আমীন, হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক।'

(মকতুবাতে আহমদিয়া, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৭-২৮, নতুন সংস্করণ)

কাদিয়ান দারুল সানাআতে ভর্তি

সেশন ২০২৬-২৭(আহমদিয়া শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তি শুরু হয়েছে)

(Ahmadiyya Vocational Training Centre)

কাদিয়ানের দারুল সানাআত প্রতিষ্ঠানটি হযরত খলিফাতুল মসীহ আল-খামিস (আল্লাহ তাঁর সাহায্যকারী হোন)-এর অনুমোদন ও বিশেষ দিকনির্দেশনায় ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হলো আহমদিয়া শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করা এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

কাদিয়ান দারুল সানাআত ভারতের সরকারি প্রতিষ্ঠান NSIC Delhi এবং ISO-তে নিবন্ধিত। এখানে এক বছরের নিম্নলিখিত কোর্সগুলো করানো হয়ঃ

1. Computer Applications, 2. Plumbing, 3. Electrician, 4.Motor Vehicle Mechanic, 5. Diesel Mechanic, 6. Welding , 7. A.C & Refrigerator Repair

কাদিয়ানের বাইরে থেকে আগত আহমদিয়া শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল ও মেসের ব্যবস্থা রয়েছে। থাকা ও খাবারের কোনো ফি নেই। শুধুমাত্র কোর্সের বোর্ড ফি সহজ কিস্তিতে নেওয়া হয়।

যেসব আহমদিয়া যুবক স্কুলের পড়াশোনা সম্পূর্ণ করতে পারেনি অথবা ৮ম বা ১০ম শ্রেণির পর টেকনিক্যাল কোর্স করতে আগ্রহী, তারা দ্রুত যোগাযোগ করুন। আহমদিয়া শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে।

নতুন সেশন ২০২৬-২৭ এর ভর্তি শুরু হয়ে গেছে। ক্লাস শুরু হবে ১ আগস্ট ২০২৬ থেকে।

আরও তথ্যের জন্য নিচের নম্বর বা ইমেইলে যোগাযোগ করুনঃ

darulsanaat.qadian@gmail.com

*9872725895,*8604024043

বিশেষ আবেদন

'সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান-এর পরিচিতি'

শেষ যুগে আগমণকারী মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের যে সকল নিদর্শনাবলীর কথা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে অন্যতম একটি নিদর্শন হল- 'ওয়া ইযাস সুহুফু নুশেরাত। অর্থাৎ সেই যুগে পুস্তক-পুস্তিকা ব্যাপকহারে বিস্তৃত করা হবে। ভিন্ন বাক্যে কলম দ্বারা জ্ঞান শেখানো হবে। এই বিস্তৃত পত্র-পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনগুলির মধ্য 'বদর' পত্রিকাও এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা যা ইসলাম আহমদীয়াতের প্রচার এবং এর অনুসারীদের শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

হযরত মসীহ মওউদ(আ.) বদর ও আল-হাকাম পত্রিকা সম্পর্কে বলেছিলেন:

"এই পত্রিকাদুটি আমার দুই বাহু। বিভিন্ন দেশে ইলহাম প্রসার করে এবং এর সাক্ষী হিসেবে ভূমিকা পালন করে।"

(বদর, ৮ জুন, ১৯০৫. পৃ:২. মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৯২)

খোদা তা'লার কৃপায় দেশ বিভাজনের পর ১৯৫২ সালের ৭ই মার্চ থেকে আহমদীয়াতের মরকয কাদিয়ান থেকে বদর পত্রিকা নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। এখন এটি ৪তম বর্ষে প্রবেশ করেছে। ২০১৬ সাল থেকে বদর সাতটি আঞ্চলিক (হিন্দু, বাংলা, উড়িয়্যা, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, কান্নাড) ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাগুলি প্রতি সপ্তাহে akhbarbadr.in ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়।

এই পত্রিকা হল খিলাফতের কণ্ঠ এবং এটি যুগ খলীফার খুতবা, ভাষণাদি, নিকাহর ঘোষণা, প্রশ্নোত্তর আকারে জুমআর খুতবা, গুরুত্বপুর্ণ আহ্বান, দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা এবং সফরের প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এছাড়াও এতে জামাতের অগ্রগতির আখ্যান ও পরিচিতিমূলক বিভিন্ন প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেএটি হল আহমদীয়াতের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র এবং জামাতের বুজুর্গদের জীবনীর এক তথ্য ভাণ্ডার। জন্ম-মৃত্যু সংবাদ, নিকাহ-বিবাহ কিম্বা সাফল্য অর্জনের ঘোষণাও প্রকাশিত হয়। অসুস্থদের জন্য দোয়ার আবেদন, 'উজকুরু আমওয়াতুকুম বিল খইর' এর নীতি অনুসরণে মৃত ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণও করা হয়। যাতে সারা বিশ্বের আহমদীরা তাদের জন্য দোয়া করে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সংবলিত এই পত্রিকাটি জ্ঞানচর্চা, সাহিত্য ও গবেষণামূলক প্রবন্ধের ভাণ্ডার এবং সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা, নজম ও গজলের বাগান। বস্তুত এই বাগান আহমদীয়াতের সেই ঝর্ণা যা প্রতি সপ্তাহে অসংখ্য হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ করে।

চারটি পদক্ষেপ' কর্মসূচির অধীনে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি আহমদী ঘরে বদর পত্রিকা পৌছানো আবশ্যিক। তাই জামাতের সদস্যগণ অবশ্যই যেন উর্দু কিম্বা আঞ্চলিক ভাষা বদর পত্রিকার গ্রাহক হন এবং পত্রিকাকে আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করে, যাতে পত্রিকা স্বনির্ভর হতে পারে এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া, আমরা যেন প্রত্যেকে এই পত্রিকার প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করার মাধ্যমে এর থেকে উপকৃত হই। আমীন।

সমস্ত জেলা আমীর, স্থানীয় আমীর, জামাতের সদর, মুবাল্লিগ ইনচার্জ ও স্থানীয় মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিমগণের নিকটি বিশেষ অনুরোধ- এ বিষয়ে জামাতের সদস্যদের মধ্যে সচেতনা তৈরী করুন এবং নিজের নিজের জামাতের প্রতিটি ঘরে অন্তত একটি করে পত্রিকা চালু করার চেষ্টা করুন এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর উচ্চাকাঙ্খা ও প্রত্যাশা অনুসারে এর গ্রাহক ও পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্

ম্যানেজার, সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir